সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র

সমবায়

সেপ্টেম্বর ২০২০

‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’

সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র

সমবায়

সেপ্টেম্বর ২০২০

সূচিপত্র

- বাঙ্গালহাওলা আশার আলো বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪
- ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ ৬
- ধান গবেষণা কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ ৮
- স্বদেশ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ৯
- শাপলা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ১০
- প্রগতি বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ১১
- কলিগ্রাম বসুন্ধরা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ১২
- দক্ষিণ জলিড়পাড় দোলনচাঁপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ১৩
- উত্তর জলিড়পাড় আশার আলো মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ১৪
- বানিয়ারচর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ১৫
- বাঘাদিয়া নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি ১৫
- ধারাবাশাইল জনকল্যাণ সমবায় সঞ্চয় ঋণদান সমিতি লিঃ ১৬
- টুঙ্গিপাড়া দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ ১৭
- উত্তর গোপালগঞ্জ সন্ধানী দুগ্ধ সমবায় সমিতি লিঃ ১৯
- ভেন্নাবাড়ী প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ ২০
- রূপসী বাংলা কৃষি উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি লিঃ ২১
- মালিউন্দ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ ২২
- মঠবাড়ী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ২৩
- নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ২৫
- রাজনগর ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ২৮
- শাপলা সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লিঃ ৩০
- টংগিবাড়ী উপজেলার পাটিকর শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ৩১
- ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৩২
- তুমিলিয়া ক্রেডিট ইউনিয়ন ৩৪
- ভাদুন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৩৬
- শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৩৮
- প্রত্যাশা হস্তশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ৪১
- স্বাধীন বাংলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪২

উপদেষ্টা
মোঃ আমিনুল ইসলাম
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি
মোঃ আসাদুজ্জামান
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য
মোঃ রিয়াজুল কবীর
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

মোঃ আবুল খায়ের
উপনিবন্ধক (ইপি/পিপি)

সদস্য সচিব
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সম্পাদক

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৯১৪০৮৭৭, ৮১২৯৬৫৪, ৯১০৩৪০৯, ৮১২৭৯৪৩
ই-মেইল : coop_bangladesh@yahoo.com, ওয়েব সাইট : www.coop.gov.bd , ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

বাঙ্গালহাওলা আশার আলো বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ

রাজধানী ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার প্রাণ কেন্দ্র কালীগঞ্জ থানার বাঙ্গালহাওলা গ্রামে অবস্থিত। সমিতির নিজস্ব জায়গার উপর অবস্থিত সমিতির স্থায়ী কার্যালয়। কালীগঞ্জ কাপাসিয়া হাইওয়ের পাশে অবস্থিত এই সমিতি।

সমাজের পিছিয়ে পরা মানুষদের নিয়ে এই সমিতি প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগীতা করে ও সবাইকে একত্রিত করে উন্নতি করার লক্ষে কাজ করছে এই সমিতি।

সমিতির স্বপ্ন

একটি সুখী, সমৃদ্ধ, ন্যায়ভিত্তিক, তথ্য সমৃদ্ধ, আত্বনির্ভরশীল,আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

সমিতির প্রতিষ্ঠা ইতিহাস

কালীগঞ্জ থানার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম নাম বাঙ্গালহাওলা। এই গ্রামের কয়েকজন দরিদ্র সাধারণ কৃষক,ক্ষুদ্র পরিষরে ছোট্ট একটি সমিত গঠনের চিন্তায় একমত পোষন করে। সমিতির গঠন এর জন্য একটি দল গঠনকরে। তখন তারা সঞ্চয়ী মনোভাবে ৫ টাকা করে প্রতিমাসেজমাকরে। তখন ২০ জন মিলে দল গঠন করে এবং সমিতির কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯/০৮/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়। বাঙ্গালহাওলা আশার আলো বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে এলাকার অবহেলিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত, দরিদ্র, জনগোষ্ঠী, একত্রিত হবার একটা সুযোগ পেয়েছে। এই সংগঠন এর মাধ্যমে একত্রিত হয়ে পরস্পর জানার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সমিতির উন্নয়ন কার্যক্রম

বাঙ্গালহাওলা আশার আলো বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ সাধারণ সদস্য বা ক্রেডিট প্রকল্প এর যারা সদস্য তারা সমিতি হইতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। ব্যবসায় বানিজ্য, কৃষি কাজ, গাড়ি ক্রয়, ঘর নির্মাণ, চিকিৎসার জন্য, শিক্ষা ঋণ, গরু ক্রয়, জমি ক্রয়, বিদেশের জন্য, বিবাহের জন্য, মৎস্য চাষ, সেলাই মেশিন, আসবাবপত্র, নলকূপ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে সদস্যরা ঋণ গ্রহণ করতে পারে। স্বল্প সুদে সাধারণ মানুষ ঋণ গ্রহণ করতে পাওে এই সমিতি থেকে।

বাঙ্গালহাওলা আশার আলো বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ এই অল্প সময়ের পথ চলায় আরো কিছু নতুন নতুন উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার পদক্ষেপ নিয়েছে, সদস্যেও কথা চিন্তা করে একটি "সমবায় বাজার" গঠন করার লক্ষে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। যার ফলশ্রুতিতে সমিতির সদস্যরা যেন ন্যায্যমূল্যে তাদেও নিত্যপ্রয়োজনীয় দৈনন্দিন সকল পণ্য যেন সমিতির এই সমবায় বাজার থেকে নিতে পারে।

সমিতির বিভিন্ন প্রকল্প

১. ক্রেডিট প্রকল্প।
২. সঞ্চয় প্রকল্প।
৩. সহযোগী সঞ্চয় প্রকল্প।
৪. মেয়াদী আমানত (ডি.পি.এস) প্রকল্প।
৫. স্থায়ী আমানত প্রকল্প।

ক্রেডিট প্রকল্প

এই প্রকল্পে ৩০ শে জুন ২০২০ পর্যন্ত সদস্য পুরুষ ১,৫৯৫ জন, মহিলা ১,৯৭১ জন, মোট

সদস্য দাঁড়ায় ৩,৫৬৬ জন।

এ প্রকল্পের সদস্যরা সাধারণ সদস্য হিসেবেসদস্য পদ লাভ করে। সদস্য হিসেবেসমতি থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। সমিতির নির্বাচন হলে ভোট দিতে পারে।এ প্রকল্পেরসদস্য হতে পারে শুধুমাত্র যারা কালীগঞ্জ উপজেলার স্থায়ীবাসিন্দা। বাঙ্গালহাওলা আশার আলো বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে সকলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতেপারছে, তাচাড়া নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পথ সুগমকরার শক্তি পাচ্ছে এবং নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে দেশের বেকার সমস্যার সমাধানের অগ্রনী ভূমিকা রাখছে। দেখা যায় সদস্যরা ঋণ গ্রহণের জন্য অন্য কারো কাছে, হাত বাড়াতে হচ্ছেনা। সমিত ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় অগ্রনী ভূমিকা পালন করে থাকে।

সঞ্চয় প্রকল্প

এ প্রকল্পের সদস্যরা তাহার সঞ্চয়ী হিসাবে যে কো নপরিমাণ টাকা জমা রাখতে পারে আবার মাসের যে কোন সময় অফিস চলাকালীন টাকা উত্তোলন করতে পারবে।

৩০শে জুন ২০২০ পর্যন্ত সঞ্চয় প্রকল্পে পুরুষ ১,৫৯৫ জন, মহিলা ১,৯৭১ জন, মোট সঞ্চয় প্রকল্প দাঁড়ায় ৩,৫৬৬ জন

এপ্রকল্পেসাধারণসদস্যরাওএখানেহিসাব খুলতে পারে এবং সঞ্চয় জমা করতে পারে। এবং টাকা উত্তোলন করতে পারে। এখানে বাৎসরিক ৬% হারে লভ্যাংশপ্রদান করা হ য়জমানো টাকার উপরে। সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরী করার জন্য এ প্রকল্প করা হয়।

সহযোগী সঞ্চয় প্রকল্প

এ প্রকল্প হচ্ছে, শিশু সঞ্চয় প্রকল্প ১৮ বছরের নিচে যেসব শিশু রয়েছে তারা এই প্রকল্পের সদস্য হতেপারে। প্রতি মাসের অফিস চলাকালীন সময় টাকা জমাদিতে পারেএবং উত্তোলন করতে পারে। আমাদের সমিতির সদস্যদের শিশুদের সঞ্চয়ী মনোভাব করে তোলার জন্য অগ্রনী ভূমিকা পালন করবে। এই সঞ্চয়ী হিসাব যারা সদস্য তাদেরকে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারী মাসে সম্পূর্ণ ফ্রিতে সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে খাতা ও কলম বিতরণ করা হয়।

ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ

সমবায় আন্দোলনের এই বিক্ষিপ্ত বিকাশ ও এগিয়ে চলার পথে এতদঞ্চলে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সচিবালয় কেন্দ্রিক কিছু সমবায় প্রয়াস গড়ে উঠে। ঢাকা সচিবালয় কর্মচারী সমবায় সমিতি ও ক্যান্টিন শুরুর এই সমবায় আন্দোলনের মধ্যে খুবই ক্ষুদ্র ও সীমিত পদক্ষেপে ঢাকা শহরের লালবাগ এলাকায় গ্রন্থ বিতান লাইব্রেরি কেন্দ্রীক একটি প্রয়াস আজকের এই স্বনামধন্য "ছায়াবীথি সমবায় গৃহ নির্মাণ সমিতি লিঃ", যার অবস্থান গাজীপুরে।

১৯৪৭ এ ভারত বিভক্তির কারনে বিপুল সংখ্যক মুসলমান পাকিস্তানে আসার এবং তদ্রুপ ভাবে হিন্দুদের ভারতে চলে যাবার অপশন দেয়। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক সরকারী-বেসরকারী চাকুরীজীবীও এর আওতায় আসে। তেমনিভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয় ও পার্শ্ববর্তী সরকারি দপ্তরে চাকুরিরত কিছু যুবক লালবাগের ঐ লাইব্রেরিতে দিন শেষে বসতেন, পড়াশুনা করতেন, ভবিষ্যৎ আবাসন নিয়ে চিন্তা করতেন। যেহেতু এই উদ্যোগী চাকুরীজীবীদের অধিকাংশ ভারত থেকে এসেছেন বাড়ী ঘর ফেলে কাজেই তাদের মধ্যে একটি আবাসন নিশ্চিত করার আকাঙ্খা ছিল অগ্রগণ্য। এরই মধ্যে ১৮ জন উদ্যোগী হয়ে ঢাকা শহর সংলগ্ন এলাকায় একটি আবাসিক সমিতি গঠন কল্পে কিছু কিছু করে মাসিক চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে পুঁজি গঠন শুরু করলেন ১৯৫৪-৫৫ সনের দিকে।ক্ষুদ্র জমার মাধ্যমে পুঁজি বৃদ্ধির সাথে সাথে বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত হলো। ছোট একটা কমিটি/সমিতির মাধ্যমে কাজের ফাকে ফাকে ঢাকার আশে পাশে জমি খোঁজা শুরু হলো একটি আবাসিক এলাকা গঠনকল্পে।

১৮ জন মিলে ৩ নভেম্বর, ১৯৫৯ সনে "ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ" নামে একটি সংগঠন ০৫/১৯৫৯ নম্বর সরকারি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নিয়ে যাত্রা শুরু করেন দৃঢ় পদক্ষেপে। ঢাকার অদূরে জয়দেবপুর মৌজায় কিছু জায়গার সন্ধান করে সরকারের কাছে পরিকল্পনা ও আবেদন পেশ করলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার জয়দেবপুর মৌজার বর্তমান ছায়াবীথি এলাকার ১৮.৮৭ একর জমি দুটি পৃথক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ১৯৬৩ সনে একোয়ার করে ২১/১০/১৯৬২ খ্রিঃ তারিখে ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর নিকট বিক্রি ও হস্তান্তর করে। তারপর শুরু হয় বিশাল কর্মযজ্ঞ, জয়দেবপুর তখন একটি ইউনিয়ন পরিষদ মাত্র। জয়দেবপুর মৌজার এই এলাকা পূর্ব জয়দেবপুর ফনীর টেক নামে অবহিত জঙ্গলাকীর্ন জনপদ বা চক্কর নামেও পরিচিত ছিল। বর্তমানের মধ্যপাড়া পার হয়ে দ্বিতীয় অংশ উত্তর পাড়া, জোড়পুকুর বর্তমানের উত্তর ছায়াবীথি। যা ঠাকুরপাড়া নামে অভিহিত ছিল। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০৪ জন। আদায়কৃত শেয়ার মূলধন : ৪,৭১,০০০ টাকা, আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ : ৫,৩৪,৮৮০ টাকা, সমিতির কার্যকরী মূলধন : ৭৭,২৪,৮৭৮ টাকা।

১৯৬৪ সনে দুইকক্ষ বিশিষ্ট ৮৪টি বাড়ীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলো, ১৯৬৫ সনে সদস্যরা এখানে বসবাস শুরু করল। ইতিমধ্যে এই সমবায় সমিতির সস্য দ্রুত বাড়তে থাকল এবং জয়দেবপুরে সংকুলান না হওয়ায় ঢাকা জিলার সাভারে জমি ক্রয় করে সেখানেও ছায়াবীথির সদস্যদের ছোট ছোট প্লট বরাদ্দ দেয়া হলো। সাভারেও বাড়ী নির্মাণের উদ্যোগ

চলল। কিন্তু দুরত্ব ও প্রশাসনিক অসুবিধার কারনে ০৪/১০/১৯৮৪ খ্রিঃ তারিখের বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদন হয় এবং ১১/০১/১৯৮৫ খ্রিঃ তারিখে দ্বিতীয় বিশেষ সাধারণ সভায় গাজীপুর ও সাভারে ২টি পৃথক ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। দুইটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যতিক্রমিক সমবায় সমিতিতে বিভক্ত হয়। সমিতি দুটি পৃথক পৃথক রেজিস্ট্রেশন করে। ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর রেজিস্ট্রেশন নম্বর হয় ১০, তারিখ-১৮.৯.১৯৮৫ খ্রিঃ। বর্তমানে এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০৪ টি প্লট/বাড়ীতে বিভক্ত। সমিতির সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য স্কুল, মসজিদ ও লাইব্রেরি স্থাপন করেছে। যার স্বীকৃতি স্বরূপ ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ ২০০৩ সালে বাংলাদেশের গৃহায়ন/ফ্ল্যাট মালিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বর্ণপদক লাভ করে।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং একই সাথে গাজীপুর জেলার আবাসন এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর প্লটে বহুতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ কর্মসূচির উদ্যোগ একটি সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সমিতির মূল উদ্দেশ্য সমবায়ী মনা নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, সুশিক্ষিত এবং সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিদের জন্য/ সদস্যদের জন্য সমিতির প্লটে সুপ্রশস্ত রাস্তা আর সুসজ্জিত বৃক্ষরাজির দুইপাশে পরিকল্পিত বহুতলা বিশিষ্ট আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করা। ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর বর্তমান পরিকল্পনা বহুতলা ভবন নির্মাণের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এজন্য

ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়ে সদস্য বৃদ্ধির কাজ এগিয়ে চলছে। সমিতির সদস্যদের প্লটে তিন ভাবে বহুতলা ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে; সদস্যদের বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতি নির্মাণ করছে, সমিতির তালিকাভূক্ত ডেভেলপার কোম্পানী নির্মাণ করছে আবার সদস্য ইচ্ছা করলে নিজেও বহুতলা ভবন নির্মাণের মাধ্যমে ফ্ল্যাট বিক্রয় করে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উদ্যোগে সদস্যদের মধ্যে নতুন প্রত্যাশার দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ায় বাহির থেকেও সদস্য হওয়ার আগ্রহ ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। তবে সদস্য বাছাইয়ে সমবায়ীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর ফ্ল্যাট কিনে সদস্য হলে সে সমিতির যৌথ সম্পদেরও অংশীদার হবেন। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন সমিতির সদস্য বৃদ্ধি পাবে অপর দিকে ফ্ল্যাট ক্রয়ের মাধ্যমে সদস্যের ওয়ারিশগনও সমানুপাতিক জমি সহকারে সমিতির গর্বিত সদস্য হওয়ার সুযোগ পাবে।

ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর প্রস্তাবিত বহুতলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত কর্মসূচিটি সারা দেশে সমবায়ীদের জন্য একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী কর্মসূচি। কর্মসূচিটির সফল বাস্তবায়ন হলে সারা দেশের জন্য একটি অনুকরণীয়/অনুসরণীয় মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং আগত নতুন সদস্যদের সম্মিলিত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অনাগত ভবিষ্যতে একটি সুশৃঙ্খল আবাসিক সমবায় সমিতি হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকারের প্রত্যয় নিয়ে ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।

মোঃ হাসান আলী
সভাপতি, ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ

ধান গবেষণা কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ

সমিতিটির যাত্রা শুরু হয় ১৯৭২ সালের শুরুতে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটে কর্মরত কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর উদ্যোগে তাদের নিজেদের ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক আর্থিক সমস্যা সমাধানের লক্ষে ২০ জন সদস্যের সমন্বয়ে ২২২৪ নং নিবন্ধন মূলে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ খ্রিঃ সালে গঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৮৬,৮৪,৬৫০ টাকা, আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৩৮,৬২,৯৮৫ টাকা, সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১,৫৫,৫২,২৫৮ টাকা।

সমিতির কার্যকরী মূলধন হতে সদস্যদের মধ্যেক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি, ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর, কেন্টিন, ফার্মেসি, একটি হোমিও ফার্মেসি ও ফটোকপির দোকান ভাড়া প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সমিতির সদস্যদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সমিতির মাধ্যমে ১৪ টি দোকান স্থাপন করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করা হয়।

সমিতির অর্থায়নে সমিতির সদস্যের সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কাজে অনুদান ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। তাছাড়া সমিতির মাধ্যমে দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ, ব্রি ক্যাম্পাসে মশা নিধন অভিযান পরিচালনা করা হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে সদস্যদের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করা হয়। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে সমিতির মাধ্যমে আবাসিক এলাকায় জীবানুনাশক ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। তাছাড়া সমিতির দোকানের সামনে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত হ্যান্ড ওয়াশ সরবরাহ করা হচ্ছে।

সমিতিতে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষ প্রচেষ্টায় সমিতিটি উত্তরোত্তর লাভবান হচ্ছে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা এবং কার্যক্রমের স্বচ্ছতার কারনে সমিতিতে কোন ঋণ খেলাপী সদস্য নেই।ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায় হাল সনে সমিতির নীট লাভের পরিমাণ ২৮,৮১,৭২৮ টাকা। সমিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা, সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা, নিয়মিত বার্ষিক অডিট সম্পাদন, সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্য সম্পাদিত হয়। সমবায় আন্দোলনকে এবং সমবায় বিভাগকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ জাতীয় সমবায় দিবস এবং আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন এবং জনসাধরণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সমিতি প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া সদস্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সভা, সেমিনার এর আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ড : মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক
সভাপতি, ধান গবেষণা কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ

স্বদেশ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

২০১৭ সালের প্রথম দিকের কথা, গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার মহেশপুর ইউনিয়নের বাথানডাঙ্গা এলাকার কতিপয় শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক যখন কোন কর্ম পাচ্ছিল না এবং ব্যবসা করার মত যথেষ্ঠ পুঁজিও তাদের ছিল না ফলে বেকারত্বের অভিশপ্ত তারা ছিল দিশেহারা। ঠিক সেই মূহুর্তে বেকারদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিসহ সমবেত হওয়ার আহবান জানিয়ে "দুঃখ জয়ের মন্ত্র" নিয়ে এগিয়ে আসলেন তাদেরই একজন জনাব দেলোয়ার মুন্সী । সে অনুযায়ী ১০ জানুয়ারি ২০১৭ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তারা মিটিং করে একটি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে স্বল্প স্বল্প পুঁজি একত্রিত করে পর্যায়ক্রমে নিজেদের মধ্যে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে মোতাবেক তারা কার্যক্রম শুরু করে সংগঠনটি সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধনের জন্য উপজেলা সমবায় অফিসার, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ এর সাথে যোগাযোগ করে। মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জনাব মোঃ দেলোয়ার মুন্সী এর বাসভবনে প্রস্তাবিত সমিতির সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জেলা সমবায় দপ্তর, গোপালগঞ্জ থেকে রেজি: নং- ১২৭, তারিখ ০৯/০৩/২০১৭ খ্রিঃ মূলে সমিতি নিবন্ধন প্রাপ্ত হন। নিবন্ধিত ঠিকানা: গ্রাম: বাথানডাঙ্গা বাজার, পো: পদ্মবিলা, উপজেলা : কাশিয়ানী, জেলা : গোপালগঞ্জ। পরে সমিতির কার্যক্রম ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপ-আইন সংশোধন করে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বেকারর্তের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- সদস্যদের সঞ্চয় করার উৎসাহ দানসহ সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিক সামর্থ বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- দারিদ্র্য বিমোচন ও স্ব-কর্মসংস্থান মূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

বেকার নারী ও পুরুষদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করণে এ সমিতি ভূমিকা রেখে চলেছে। সমিতিতে মোট সদস্য সংখ্যা ২৮০ জন। সমিতি থেকে প্রায় ১৫০ জন সদস্য ঋণ গ্রহণ করে ডেইরী ফার্ম, ঔষধের দোকান, মুদির দোকান, রডের দোকান দিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে। সমিতির উদ্যোগে এ পর্যন্ত ২৫০ জনের স্ব কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া মাসিক বেতনের ভিত্তিতে সমিতিতে ৫ জন ব্যক্তি কর্মরত রয়েছেন। সমিতির উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের ফলে সংশিস্নষ্ট এলাকার দুগ্ধ ও সবজির চাহিদা পূরণ হয়েছে। এভাবে বেকারত্ব দূরিকরণ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সমিতিটি ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে।

শাপলা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

সমিতির বিক্রিত শেয়ারের মূল্য এবং সদস্যগণের নিকট থেকে আদায়কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ই সমিতির একমাত্র পুঁজি। আপাতত সমিতির উৎপাদনমুখী হস্তশিল্পের কাজে সমিতির ক্ষুদ্র পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। এ ছোট্ট পুঁজি নিয়ে হাটি হাটি পা পা করে শাপলা মহিলা সমবায় সমিতি সফলতার দিকে এগিয়ে চলেছে।

সমিতিটির উদ্যোগে হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতির সদস্যসহ অন্যান্য মহিলা সমিতির প্রায় দুইশত নারী সদস্যকে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা হয়েছে। সমিতির সদস্যগণ প্রতিনিয়ত গ্রাহকের চাহিদার ভিত্তিতে ব্লক বাটিক ও সুতার কাজের বিভিন্ন ডিজাইনের থ্রি পিস, শাড়ি ও বেডসিট তৈরী করে বিক্রি করছেন। গত অর্থবছরে প্রায় দুই লক্ষ টাকার পণ্য ক্রয় বিক্রয় হয়েছে।

প্রগতি বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার বৈচিত্রপূর্ণ বানিয়ারচর গ্রামে প্রগতি বহুমমুখী সমবায় সমিতিটি অবস্থিত। সমিতিটির মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিকভাবে সভ্যগণকে এবং সমষ্টিগতভাবে সংগঠনকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সভ্যগণকে নিয়মিত সঞ্চয় ও সীমিত আকারে ঋণ প্রদান করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদ সংগঠিত করে মূলধন গঠন এবং তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। এটি এ এলাকার একটি অনন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান।কেননা সমিতিটি শুধু শেয়ার,সঞ্চয় আদায় ও ঋণের প্রথাগত কার্যক্রমের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ না থেকে সমবায় বাজার পরিচালনা করা এবং গ্রামে প্রান্তিক সদস্যদের কাছে শহরের সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ন্যায্য মূল্য ও কিস্তিতে প্রয়োজনীয় পণ্য যেমন মোাইল, টিভি,ফ্রিজ গৃহস্থালী সামগ্রীসহ অন্যান্য জিনিষ বিক্রয় করে তাদের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন করছে। সমিতিটি সমবায় বাজার কনসোর্টিয়ামের সদস্য হিসাবে টিসিবির ডীলারসীপ গ্রহণ করে সদস্যদের মাঝে টিসিবির পণ্য সরবরাহ করে।শিক্ষা বিস্তারে সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করা হয়। যেখানে রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম সহ অস্বচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে পাঠদানের ব্যবস্থা। আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষাবাদের সুযোগ সদস্যদের মাঝে পৌঁছানোর লক্ষ্যে অত্যন্ত সুলভে ফসল বোনা, সেচ ব্যবস্থা, ফসল কাটা ও ধান মাড়াইয়ের ব্যবস্থা রয়েছে সমিতিতে। আর এ কারণে সমিতিটি এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে সমিতির গৃহীত প্রকল্পসমূহ : সঞ্চয় প্রকল্প, পাওয়ার টিলার প্রকল্প, ঋণ সহায়তা প্রকল্প, জমি চাষাবাদ প্রকল্প, ধান মাড়াই প্রকল্প, নৈশ বিদ্যালয় প্রকল্প, সমবায় বাজার প্রকল্প।

বেকারত্ব দূরীকরণে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপন ও মৎস্য চাষে উৎসাহ তথা সহয়োগিতা, উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেওয়া, সদস্য সন্তানদের শিক্ষিত করায় সহযোগিতা করা ও শিক্ষা জরিপসহ সমাজ সচেতনতামূলক বিভিন্ন রকমের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লভ্যাংশ প্রদান, কল্যাণ ও সেবামূলক কর্ম সম্পাদন তথা সাধারণ মানুষকে সমবায় মন্ত্রে উদ্বুদ্ধকরণে সমিতিটি এক নজির স্থাপন করেছে। বর্তমানে সমিতিটি যাতে এলাকার উৎপাদিত দুগ্ধের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় সে লক্ষ্যে দুগ্ধ প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা করছে। আর এসব মহতী উদ্যোগ কার্যকর করার রুপকার সমিতির সভাপতি বাবু প্রণব হালদারের সততা, পরিশ্রম, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনী মানসিকতা সর্বোপরি সমিতির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার কারণে সমিতিটি আজ এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে।

কলিগ্রাম বসুন্ধরা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার কল্রিগাম গ্রামের কতিপয় অস্বচ্ছল ও অর্ধশিক্ষিত মহিলা নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দলগত উদ্যোগ করে। তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সিসিডিবি। তাদের পথ চলার সহযোগী হিসাবে সিসিডিবির কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের পুরোপুরি সামিল করে তারা সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে সমিতিতে স্বচ্ছতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে পরিচালনার জন্য জেলা সমবায় কার্যালয়, গোপালগঞ্জ বিগত ৮/৫/২০০৮ তারিখে ৩৯ নং নিবন্ধন লাভ করে। এরপর হাঁটি হাঁটি পা করে দীর্ঘ একযুগের ও বেশী পথ চলা সমিতিটির। ইতিমধ্যেই সমিতিটি একটি সফল সমবায় সমিতি হিসেবে এলাকায় পরিচিতি লাভ করে। সাফল্যের ঝুঁড়িতে ২০১৪ সালে জাতীয় পর্যায়ে মহিলা সমিতির ক্যাটাগরীতে ছিনিয়ে আনে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪০ জন। যার অধিকাংশ সদস্য সমিতির ছায়াতলে এসে নিজেদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।

কিছু সদস্য আছেন যারা সমিতি হতে ঋণ নিয়ে পাটজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরী করে ঢাকার বিভিন্ন শোরুমে বিক্রী করেন। সমিতির একজন সদস্য আছেন যিনি সমিতি হতে ঋণ নিয়ে অন্যান্য সদস্যদের দিয়ে নকশিকাঁথাসহ হাতের কাজের বিভিন্ন জিনিস তৈরী করে সারা দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। অনেক সদস্য সমবায় একাডেমী, কুমিল্লা এবং ফরিদপুর আঞ্চলিক ইনিষ্টিটিউট হতে সেলাইয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্থানীয় বাজারে সমিতি হতে ঋণ নিয়ে টেইলারিং এর দোকান দিয়েছে এবং অন্যান্য সদস্যদের দোকানে নিয়োগ করে তাদের ও উপার্জনের ব্যবস্থা করে স্বাবলম্বী করেছে, আবার বাড়ীতে বসে সেলাই মেশিনের ঋণ নিয়ে সেলাইয়ের কাজ করে সংসারে স্বচ্ছলতার সাথে জীবন নীর্বাহ করছে। কিছু সদস্য আছেন যারা গাভী ঋণ নিয়ে দুগ্ধ উৎপাদন করে স্থানীয় বাজারে দুগ্ধ বিক্রিসহ ঘি তৈরী করে সেগুলো ও বাজারজাত করছে। অনেকে আবার ঋণ নিয়ে গরু মোটাতাজাকরনের মাধ্যমে এঁড়ে গরু বিক্রী করে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলেছে। এ সমিতির বিশেষত্ব এই যে, সমিতির প্রায় ৫০ জন সদস্য নিজেদের ছোট ছোট নারী উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।

এক নজরে সমিতির কার্যক্রম

সদস্যদের পরস্পরের সাথে পরস্পরের সু-সম্পর্ক এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সততার কারণে সমিতিটি শক্ত আর্থিক ভিত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সমিতিতে নিয়মিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শত প্রতিবন্ধকতা থাকা সৎবেও সমিতিটি তার সদস্যদের নিয়ে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। আর এভাবে তারা সমবায়ের মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সামিল হবার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণ জলিড়পাড় দোলনচাঁপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার কল্রিগাম গ্রামের কতিপয় অস্বচ্ছল ও অর্ধশিক্ষিত মহিলা নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দলগত উদ্যোগ গ্রগণ করে। তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সিসিডিবি। তাদের পথ চলার সহযোগী হিসাবে সিসিডিবির কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের পুরোপুরি সামিল করে সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করা হয়।

ইতিমধ্যেই সমিতিটি একটি সফল সমবায় সমিতি হিসেবে এলাকায় পরিচিতি লাভ করে। সাফল্যের ঝুঁড়িতে ২০১৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে মহিলা সমিতির ক্যাটাগরীতে ছিনিয়ে আনে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪০ জন। যার অধিকাংশ সদস্য সমিতির ছায়াতলে এসে নিজেদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। সমিতি হতে ঋণ সহায়তা পেয়ে এ এলাকায় তার, ব্রোঞ্জ ও শংখ শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং ব্রোঞ্জের মার্কেট তৈরী হয়েছে যেখান থেকে পাইকারী বিক্রেতারা সদস্যদের তেরীকৃত ব্রোঞ্জের মাদুলী, কানের দুল এবং শংখ হতে তৈরীকৃত শাঁখা কিনে সারা দেশে বাজারজাত করে। কিছু সদস্য সমবায় একাডেমী, কুমিল্লা এবং ফরিদপুর আঞ্চলিক ইনিষ্টিটিউট হতে সেলাইয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সমিতি হতে ঋণ নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন হাটে তাদের তৈরীকৃত বাচ্চাদের পোষাক ও ব্লাউজ, পেটিকোট বিক্রী করে স্বাবলম্বী হবার পথ খুঁজে পেয়েছে। কিছু সদস্য আছেন যারা গাভী ঋণ নিয়ে দুগ্ধ উৎপাদন করে স্থানীয় বাজারে দুগ্ধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। অনেকে আবার ঋণ নিয়ে গরু মোটাতাজাকরনের মাধ্যমে তা প্রতিপালন করে এঁড়ে গরু বিক্রী করে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলেছে। কিছু সদস্য সমিতির ঋণ গ্রহণ করে মুরগীর খামার করে অনেক লাভবান হয়েছেন। সমিতিতে সমাজ সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়েছে। বছরে চারবারের মতো উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে স্যানিটেশন, যৌতুক বিরোধী গণসচেতনতা, বাল্য-বিবাহের কুফল, শিক্ষা বিস্তারের সুফল ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে। গরীব মেধাবীদের সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ বাবদ ১০,০০০ টাকা প্রদান করে তাদের শিক্ষায় সহযোগিতা করা, আর্তপীড়িতদের চিকিৎসা দানের বিষয়ে সমিতির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও সমিতিতে বিনা পারিশ্রমিকে শুধুমাত্র যাতায়াত ভাতা ও নাস্তা বাবদ কিছু টাকার বিনিময়ে দুইজন সদস্যকে নেটওয়ার্কিং কার্যক্রমের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে যারা ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক এবং উপজেলা নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সরকারের বিভিন্ন দফতরের সেবাসমূহ সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

এক নজরে সমিতির কার্যক্রম

সদস্যদের পরস্পরের সাথে পরস্পরের সু-সম্পর্ক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সততার কারণে সমিতিটি আজ শক্ত আর্থিক ভিত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সমিতিতে সদস্য কর্তৃক খরিদকৃত শেয়ারের ও জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর লভ্যাংশ ও সুদ বন্টন করা হয়। হাজারও প্রতিবন্ধকতা তথা প্রতিকুলতা সত্বেও সমিতির কর্মকর্তাগণ সমিতিটিকে ধীরে ধীরে টেকসই উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাওয়ার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

উত্তর জলিড়পাড় আশার আলো মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার কত্রিগাম গ্রামের কতিপয় অস্বচ্ছল ও অর্ধশিক্ষিত মহিলা নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দলগত উদ্যোগ গ্রগণ করে। তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সিসিডিবি। তাদের পথ চলার সহযোগী হিসাবে সিসিডিবির কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের পুরোপুরি সামিল করে সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে সমিতিতে স্বচ্ছতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে পরিচালনার জন্য সমবায় বিভাগের মাধ্যমে বিগত ৮/৫/২০০৮ তারিখে ৪১ মূলে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। প্রাথমিকভাবে সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামের হতদরিদ্র ছিন্নমূল মহিলাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সমিতি বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে শক্ত ভীত গড়তে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস নিয়মিত শেয়ার-সঞ্চয় জমাদানে অংশগ্রহণ এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে সততা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির কৌশুলী ভূমিকার কারণে সমিতিটি প্রায় ৭৪,০০০,০০ (চুয়াত্তর লক্ষ) টাকা মূলধন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ইতিমধ্যেই সমিতিটি একটি সফল সমবায় সমিতি হিসেবে এলাকায় পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪০ জন। যার অধিকাংশ সদস্য সমিতির ছায়াতলে এসে নিজেদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। সমিতির সদসরা শংখ, ঝিনুক, কড়িড় বিভিন্ন রকমের শো-পিচ, কানের দুল চুলের ব্যান্ড সহ নানারকমের রকমারী জিনিস, ব্রোঞ্জের ইমিটেশন সামগ্রী তৈরী করে টেকেরহাট এবং জলিড়পাড় পাইকারী বাজারে বিক্রি করে। এসকল পণ্য সামগ্রী তৈরী করে যে সকল সদস্য ছিলেন দরিদ্র, ভূমিহীন সমিতির সহায়তায় তারা আজ স্বচ্ছলতার সাথে জীবনযাপন করছেন, ভ,মির মালিক হয়েছেন। সমিতি হতে সদস্যদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বন্ধু চুলা পাইপ সরবরাহ করা হয়। বিনা সুদে গরীব মেধাবীদের সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ বাবদ ৫,০০০ টাকা প্রদান করে তাদের শিক্ষাগ্রহণে সহযোগিতা করা এবং আর্তপীড়িতদের চিকিৎসা দানের বিষয়ে সমিতির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও সমিতিতে বিনা পারিশ্রমিকে শুধুমাত্র যাতায়াত ভাতা ও নাস্তাবাবদ কিছু টাকার বিনিময়ে দুইজন সদস্যকে নেটওয়ার্কিং কার্যক্রমের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে যারা ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক এবং উপজেলা নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সরকারের বিভিন্ন দফতরের সেবাসমূহ সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

এক নজরে সমিতির কার্যক্রম

সদস্যদের পরস্পরের সাথে পরস্পরের সু-সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা কমিটির সততার কারণে সমিতিটি শক্ত আর্থিক ভিত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সমিতিতে নিয়মিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা ও যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সমিতিতে সমিতির সদস্য কর্তৃক খরিদকৃত শেয়ারের ও জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর লভ্যাংশ ও সুদ বন্টন করা হয়। হাজারও প্রতিবন্ধকতা সত্বেও সমিতির কর্মকর্তাগণ সমিতিটিকে ধীরে ধীরে টেকসই উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাওয়ার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বানিয়ারচর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ বাঘাদিয়া নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কখনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীদের তাই উন্নয়নের অংশগ্রহণের অংশীদার হতে সমবায় অধিদপ্তরের বস্তবায়নাধীন নারী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গঠিত হয় বানিয়ারচর নারী উন্নয়ন প্রকল্প এবং বাঘাদিয়া নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি। দুটি সমিতির ১০০ জন করে মোট ২০০ জন সুবিধাবঞ্চিত নারী মাথাপিছু ১,২০,০০০ টাকা ঋণ পেয়ে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের সুযোগ পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের আগ্রহ, কর্মচাঞ্চল্য এবং সাবলম্বী হবার আত্মপ্রত্যয়। সমিতি দুটির একটি তথ্যচিত্র নিচে দেওয়া হল।

বানিয়ারচর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

- ঋণ দাদন : ১,১৬,৪০,০০০
- ঋণ আদায় : ১৫,৪৪,৫৮০
- সার্ভিস-চার্জ আদায় : ৩,২০,৩০০
- গাভীর সংখ্যা : ১৫৬ টি
- দুগ্ধ উৎপাদন : ৫৯,২৬৫ লিটার
- কর্মসংস্থান : ৪০ জন

বাঘাদিয়া নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

- ঋণ দাদন : ১,১৭,৬০,০০০
- ঋণ আদায় : ১৩,৬৭,২৪০
- সার্ভিস-চার্জ আদায় : ২,২৬,১৪০
- গাভীর সংখ্যা : ১৬৩ টি
- দুগ্ধ উৎপাদন : ৫১,৩৩০ লিটার
- কর্মসংস্থান : ৩৮ জন

সমিতিগুলোর আর্থিক অবস্থার উন্নতির এ ধারা অব্যাহত থাকলে সুবিধাবঞ্চিত এ সকল নারীগণ নিজেদের নারী ক্ষুদ্র ডেইরী উদোক্তা হিসাবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে এবং দেশের টেকসই উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রাণী-সম্পদ কার্যালয়, মুকসুদপুর হতে গাভীপালন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা এ বিষয়ে নিজেদের অনেক সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছে। কদিন আগেও যে নারীর অভাব-অনটন ছিল নিত্য সঙ্গী, নিজের সামান্য প্রয়োজনটুকু মোটানোর

সামর্থ ছিল না যার, আজ সে তার স্বামীর সহযোগী হয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহের হাল ধরেছে। সুযোগ তৈরী হয়েছে সংসারে তার বাক-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার। পালন করছে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া আরো ভালোভাবে চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার কারণে তারা অংশগহ্রণ করছে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে। ইতিমধ্যেই সদস্যবৃন্দ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে তা এ এলাকার মহিলাঙ্গনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা হতে পারে অন্য সমবায় সমিতির পথিকৃত।

ধারাবাশাইল জনকল্যাণ সমবায় সঞ্চয় ঋণদান সমিতি লিঃ

গ্রাম : ধারাবাশাইল, ডাকঘর : কান্দি, উপজেলা : কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

সদস্যদের নিকট শেয়ার বিক্রি, সদস্যদের নিকট থেকে নিয়মিত সঞ্চয় আদায়, বার্ষিক নীট লাভ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন তহবিল এবং বিশেষ প্রয়োজনে কোন সদস্যের নিকট থেকে গৃহীত ঋণই সমিতির পুঁজি গঠনের মূল উৎস। ৩০.০৬.২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সমিতির ৩,১০,৬৮,৭৩১ টাকা।

সমিতি ৩০.০৬.২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ১২০০ সদস্যের মাঝে ২,৯৬,০৮,৬৬০ টাকা সম্পূর্ণ জামানত বিহীন ঋণ প্রদান করেছে। এ ঋণ গ্রহণ করে সদস্যগণ ডেইরী ফার্ম, মুদি দোকান, সবজি উৎপাদনসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। সমিতিটি অজপাড়া গাঁয়ের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমিতির উদ্যোগে এ পর্যন্ত ৮০০ জনের স্ব কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া মাসিক বেতনের ভিত্তিতে সমিতিতে ৫ জন ব্যক্তি কর্মরত রয়েছেন। সমিতির উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের ফলে বিভিন্ন চাহিদা পূরণ হয়েছে। এভাবে বেকারত্ব দুরিকরণ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সমিতিটি ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে।

টুঙ্গিপাড়া দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ

হাজার বছররে শ্রেষ্ঠে বাঙ্গালী স্বাধীন বাংলাদশেরে স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম স্থান মধুমতি নদীর পাড় ঘেষে গড়ে উঠেছে ঐতহ্যিবাহী টুঙ্গিপাড়া উপজেলা। "দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহৎতর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পরে তৎকালীন প্রকল্প পরচিালক জনাব মো. আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয় টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সমাধি জিয়ারত করতে এসে তিনি জাতির জনকের পূর্ণ ভূমিতে উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনসহ এলাকার জনগনকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে একটি দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি গঠনরে উদ্যগে গ্রহণ করনে। তার ফলশ্রুতিতে স্থানীয় উপজেলা সমবায় অফিসার ও সমিতির র্বতমান সভাপতি মুন্সী রফিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি জনাব সৈয়দ বদরুল হাসানরে সক্রিয় সহযোগিতা এবং অত্র এলাকার প্রবীন সমবায়ী মরহুম খান সাহেব শেখ মোশারফ হোসেনের যোগ্য উত্তর সুরী বিশিষ্ট সমবায়ী জনাব শেখ নাদির হোসনে লিপু, বতর্মান সভাপতি "বাংলাদশে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ", ঢাকা মহোদয়ের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ সংলগ্ন তার বাবার বৈঠক খানায় ১২৫ জন প্রস্তাবিত সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্রথম সাংঘঠনিক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জেলা সমবায় দপ্তর, গোপালগঞ্জ থেকে ১৪২ নং নিবন্ধন মূলে ২২/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। নিবন্ধত ঠিকানা : গ্রাম +পো : পাটগাতী, উপজেলা : টুঙ্গিপাড়া, জেলা : গোপালগঞ্জ। সমিতির কর্ম এলাকা : টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা, পাটগাতী, ডুমুরয়িা ও গোপালপুর ইউনয়িন ব্যাপী।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দশ্যে

১। সদস্যদের সঞ্চয় করার উৎসাহ দানসহ সঞ্চয়রে মাধ্যমে আর্থিক সামর্থ বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

২। দারদ্রি্য বমিোচন, স্ব-কর্মসংস্থান মূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করন।

৩। উন্নত/শংকর জাতরে গাভী পালনের মাধ্যমে বকোরত্ব দূরীকরনসহ সমবায় ভিত্তিক জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানরে সহায়ক হিসাবে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার মাধ্যমে ছোট, বড় ও মাঝারী আকারের দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

৪। সমিতির সদস্যদের উৎপাদতি দুধ মিল্কভিটা ও স্থানীয় বাজারে বাজারজাত করনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫। সমাজ কল্যানমূলক কার্যক্রম পরচিালনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

উন্নয়নের পূর্বশর্ত প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান এ উপলব্ধি থেকেই চলমান সমিতির ১২৫ জন সদস্যর প্রত্যকেকেই স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত জাতরে গাভী লালন পালনের উপর ৫ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সমবায় অধিদপ্তরের বাস্তবায়ীত "দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরনের মাধ্যমে বৃহৎতর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পরে

অর্থায়নে বর্ণিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া বাংলাদশে সমবায় একাডেমীসহ খুলনা, বরিশালে অবস্থিতি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বার্পাড কোটালীপাড়াসহ স্থানীয় জেলা ও উপজেলা

পর্যায়ে বাস্তবায়িত ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট হতে একাধিকবার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে অর্জন

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব মুন্সী রফিকুল ইসলাম বিগত ৪২ বৎছর যাবত সমবায় কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় তার সাংগঠনিক তৎপরতাসহ সমাজ সেবা মূলক কর্মকান্ড এবং তার ঐকানিক প্রচেষ্টায় সমিতিটি আজ এপর্যায়ে উন্নিত হওয়ার কৃতিত্বস্বরুপ ২০১৪ সনে দুগ্ধ ক্যাটাগরীতে শ্রষ্ঠে সমবায়ী হিসাবে স্বর্ন পদক লাভ করনে। এছাড়া তিনি সরকারী অর্থায়নে বিশিষ্ট সমবায়ী হিসাবে মালয়েশিয়ায় প্রশিক্ষণ মূলক ভ্রমণ করনে। একই সমিতির সহ-সভাপতি বিশিষ্ট সমবায়ী জনাব সৈয়দ বদরুল হাসান ও সরকারী অর্থায়নে থাইল্যান্ড ও মিল্কভিটার অর্থায়নে ভারতের গুজরাটে প্রশিক্ষণ মূলক ভ্রমণ করনে। এসব প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তিনি নিয়মিত বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

বেকার নারী ও পুরুষদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি উৎপাদন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করনে এ সমিতি ভূমিকা রেখে চলছে। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১৮০ জন। তার মধ্যে ২৫ জন সদস্যের ৫০ হতে ১০০ টির মতো উন্নত জাতরে গাভী সম্বলিত খামারের সংখ্যা ২৫টি। ৩০ এর উর্দ্ধে গবাদী পশু লালন পালনকৃত খামারের সংখ্যা ৪০টি। এছাড়া ২টি হতে ৩০টি গাভীর অসংখ্য ছোট ও মাঝারী আকাররে দুগ্ধ খামার গড়ে উঠেছে। সমিতিতে সরাসরি আত্মকর্মসংস্থান হয়েছে ১২৫ জন। এছাড়া চলমান দুগ্ধ খামারে নিয়োজিত আছে শতাধিক কর্মচারী। তাদের মাসিক বেতন ৫০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকার মধ্যে। বর্তমানে সমিতিতে গড় দৈনিক দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ১,৫০০ লিটার প্রায়।

সমিতির বর্তমানে আর্থিক বিবরণ

বর্তমানে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১৮০ জন। ৩০/০৬/২০২০ তারিখে মোট শেয়ার মূলধন ৪,৪২,৩৩০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৯,৯৫,০৩০ টাকা, বন্টন যোগ্য সঞ্চয় সুদ ১৭,৬০১ টাকা মোট কার্যকরী মূলধন ১৪,৩৭,৩৬০ টাকা। এছাড়া "দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরনের মাধ্যমে বৃহৎতর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পরে আওতায় সমিতির অনুকুলে বরাদ্দকৃত আর্বতক ঋণ তহবিল হিসাবে ১,৩৭,৫০,০০০ টাকা সুদ বিহীন ঋণ হিসাবে সমিতির সদস্যদের মধ্যে ব্যবহারিত হচ্ছে।

সমপানী

বর্ণিত সমিতিটি তার সদস্যদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করছ। উল্লেখ্য যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর জন্মস্থান ও তা রনির্বাচনী এলাকায় এ সমিতিটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে উন্নত জাতের গবাদী পশু লালন পালন করতে দেখা যেত না। বর্তমানে প্রায় ঘরে ঘরে উন্নত জাতের গাভী পালনের দৃশ্য দেখা যায়। এক কথায় বলা যায় সমিতিটি প্রতিষ্ঠাসহ উন্নয়ন মূলক ভূমিকায় যার নাম উল্লখে না করলেই নয় তিনি জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, অতরিক্তি নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, "দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরনের মাধ্যমে বৃহৎতর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয়। আশা করা যায় সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে আলোচ্য সমিতিটি একদনি সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌছাবে।

উত্তর গোপালগঞ্জ সন্ধানী দুগ্ধ সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম : ভেন্নাবাড়ী, পো : উত্তর-ভেন্নাবাড়ী,গোপালগঞ্জ সদর,গোপালগঞ্জ।

ঋণ কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়)
ক) ঋণ দাদন (ক্রমপুঞ্জিভুত) : ১৪৫.৩৬
খ) ঋণ আদায় (ক্রমপুঞ্জিভুত) : ৩০.০১
সম্পদ (লক্ষ টাকায়)
খ) অস্থাবর : ১৪৫.৩৬

সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য
সভ্যগণকে সমবায় নীতি ও আদর্শ শিক্ষা দেওয়া, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও সমঝোতা মনোভাব গড়ে তোলা এবং পরিকল্পিতভাবে উন্নত জীবন যাপনের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। নিজেদের আর্থিক উন্নতি অর্জনের লক্ষ্যে আয় বৃদ্ধির জন্য সভ্যগণকে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা গ্রহণে উৎসাহিত করা।সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় আমানত জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা।

সমিতির মাধ্যমে সদস্যগণ কিভাবে উপকৃত হচ্ছে
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের লক্ষে সমাজের স্বল্প আয়ের সাধারণ জনগন (সদস্য) সসিতিতে প্রতিমাসে শেয়ার ক্রয় এবং সঞ্চয় জমা করে মূলধন গঠন করা।প্রয়োজনে সমিতি থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ অথবা গরু মোটাতাজাকরন,প্যাকেট উৎপাদন, কৃষি / উৎপাদনমূখীখাতে বিনিয়োগ করে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন সাধন করে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন সাধন করে থাকে। ১৪১ জন সদস্য উন্নত জাতের গাভী পালনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে স্বকর্ম সৃষ্টি করছে। এছাড়াও সমিতির হিসাবাদি সংরক্ষণসহ অন্যান্য কাজে নিয়মিত ও খন্ডকালীন ১ জন কর্মচারী স্ব-কর্মে নিয়োজিত রয়েছে।

ভেন্নাবাড়ী প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম : ভেন্নাবাড়ী, পো : উত্তর-ভেন্নাবাড়ী,গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।

সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য

সভ্যগণকে সমবায় নীতি ও আদর্শ শিক্ষা দেওয়া, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও সমঝোতা মনোভাব গড়ে তোলা এবং পরিকল্পিতভাবে উন্নত জীবন যাপনের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। নিজেদের আর্থিক উন্নতি অর্জনের লক্ষ্যে আয় বৃদ্ধির জন্য সভ্যগণকে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা গ্রহণে উৎসাহিত করা।সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় আমানত জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা।

সমিতির মাধ্যমে সদস্যগণ কিভাবে উপকৃত হচ্ছে

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের লক্ষে সমাজের স্বল্প আয়ের সাধারণ জনগন (সদস্য) সসিতিতে প্রতিমাসে শেয়ার ক্রয় এবং সঞ্চয় জমা করে মূলধন গঠন করা।প্রয়োজনে সমিতি থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ অথবা গরু মোটাতাজাকরন,প্যাকেট উৎপাদন, কৃষি / উৎপাদনমূখীখাতে বিনিয়োগ করে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন সাধন করে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন সাধন করে থাকে। ৩৭ জন সদস্য উন্নত জাতের গাভী পালনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে স্বকর্ম সৃষ্টি করছে। এছাড়াও সমিতির হিসাবাদি সংরক্ষণসহ অন্যান্য কাজে নিয়মিত ও খন্ডকালীন ১ জন কর্মচারী স্ব-কর্মে নিয়োজিত রয়েছে।

রূপসী বাংলা কৃষি উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা- ইটনা, জেলা- কিশোরগঞ্জ।
সমিতির নাম

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রূপসী বাংলা কৃষি উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি লিমিটেড
সমিতির ঠিকানা
গ্রাম- দীনেশপুর, ডাকঘর- ধনপুর, উপজেলা- ইটনা, জেলা- কিশোরগঞ্জ।

শেয়ার, সঞ্চয় আমানত আদায় ও সংরক্ষিত তহবিলসহ অন্যান্য পরিমাণ/অবস্থা/এতদ সংক্রান্ত কার্যক্রম: শেয়ার মূলধন ৭,২৫,৬০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৩,২৭,০০০ টাকা, নিয়মিত শেয়ার, সঞ্চয় আদায় করা হচ্ছে এবং লাভ হতে নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি করা হয়।

সরকার বা বিদেশী সংস্থা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ পরিশোধের অবস্থা: সরকার/বিদেশী সংস্থা/অন্য কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নিকট হতে কোন ঋণ গ্রহণ ব্যতীত সমিতির সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় করত: নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি করিয়া সদস্যদের মাঝে বিনিয়োগ করে সাফল্য জনক ভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছে।

সদস্যদের বার্ষিক লভ্যাংশ বন্টন, অডিট সেস ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল প্রদান: নিরীক্ষা বছরে নীট লাভ না হওয়ায় অডিট ফি ও সি.ডি.এফ ধার্য হয়নি এবং লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়নি।

আইন-কানুন প্রতিপালন পরিস্থিতি

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালন অনুসরণ করে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
- আইন ও বিধি মোতাবেক বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।
- যথা সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হয়েছে।
- সমিতিটি আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা যোগ্য নহে। বার্ষিক নিরীক্ষা নিয়মিতভাবে সম্পাদন করানো হচ্ছে।

উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কার্যক্রম

- সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। টেইলারিং, ক্ষুদ্র ব্যবসা, সবজি চাষ ও গবাদি পশুপালনসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রয়েছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্থিক সাহায্য ও বিভিন্ন সেবা দেওয়া হয়। বর্তমানে মহামরী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারনে প্রায় ১২০০ জন লোকের মাঝে মাস্ক, সাবান, ও হেক্সিসল বিতরণ করা হয়েছে।
- জুন, ২০১৯ পযর্ন্ত ১৩,৫২,০০০ টাকা ঋণ দাদন করা হয়েছে এবং ৪,০৮,৪৩৫ টাকা আদায় করা হয়েছে। ফলে সদস্যগণ ক্রমাগত স্বাবলম্বী হচ্ছে।
- সমিতির নিজস্ব মূলধন ও ধারকৃত মূলধনের অনুপাত ১ : ৮।

কর্মসংস্থান /স্ব-কর্মসংস্থান

- সমিতিতে ৫ জন কমচারী সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত।
- সমিতির কর্মচারীদের জন্য অনুমোদিত চাকুরী বিধিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়েছে।
- ৫ জন, নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ।
- অস্থায়ী ভিত্তিতে ৪জন ফিল্ড অফিসারসহ মোট ৫ জন স্টাফ রয়েছে। তাদেরকে মাসিক ৪৮,০০০ টাকা বেতন প্রদান করা হয়ে থাকে।
- সদস্যদের মাঝে পুজিঁ সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদনশীল কাজে সংযুক্ত করে স্ব-র্কসংস্থানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য কর্মকান্ড

- বৃক্ষরোপন, শিক্ষা স্বাস্থ্য কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের ও বাল্য -বিবাহ প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ কর ও জনহিতকর কাজ করছে।
- "বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন" এই আন্দোলনকে আরো গতিশীল করার জন্য সমিতির সদস্যগণ সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও জাতীয় দিবসে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।
- সমিতির বর্তমান কাযক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সর্ম্পকে প্রচার ও প্রসার প্রক্রিয়া কাজ অব্যাহত আছে।

সামাজিক কার্যক্রমে অবদান

অত্র সমিতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালে সদস্যদের আর্থিক ও সহযোগীতা প্রদানের মাধ্যমে দুর্গতদের সাহায্য করে থাকেন। বাল্য বিবাহ রোধ ও যৌতুক প্রতররোধে ভূমিকা রাখছে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রন, সন্ত্রাস দমন, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ, সচেতনতা সৃষ্টি ও মাদক নির্মূলে ভূমিকা রাখছে।

মালিউন্দ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রামঃ মালিউন্দ, ডাকঘরঃ ভাটিঘাগড়া, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ।

অর্থনৈতিক অবস্থা/দৃশ্যমান অবদান

- স্থাবর/অ-স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ : ৪,৭৭,৮০০ উক্ত টাকা সমিতির ইজারাধীন জলমহালে ইজারা মূলভ্যাট ও আয়কর খাতে অগ্রীম খরচ করা হয়েছে।
- শেয়ার, সঞ্চয় আমানত আদায় ও সংরক্ষিত তহবিলের ৭,৫৭,৫৯৬ টাকার মধ্যে ১,৮৫,৮০২.৬০ জলমহাল ব্যবস্থাপনায় ক্ষয়-ক্ষতি সংক্রান্ত ঋণাত্মক দায় রয়েছে।
- সরকার বা বিদেশী সংস্থা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ পরিশোধের অবস্থা : সরকার বা বিদেশী সংস্থা বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হতে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করা হয়নি।
- সদস্যদের বার্ষিক লভ্যাংশ বন্টন, অডিট সেস ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল প্রদান : ১,৮৫,৮০২.৬০ জলমহাল ব্যবস্থাপনায় ক্ষয়-ক্ষতি সংক্রান্ত ঋণাত্মক দায় থাকায় লভ্যাংশ প্রদান করা হয়নি।নিরীক্ষা বছরে নীট লাভ না হওয়ায় অডিটফি ও সিডিএফ ধার্য হয়নি।

উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কার্যক্রম :

- কর্মসংস্থান সৃজন ও উৎপাদন মূলক সকল সদস্যদের অংশগ্রহণ।
- ইজারাকৃত জলমহালে উৎপাদিত ও আহরিত মাছ বাণিজ্যিকভিত্তিতে বাজারজাতকরণ।
- ইজারাকৃত জলমহালে বিনিয়োজিত অর্থে নিজস্ব মূলধন ও ধারকৃত মূলধনের অনুপাত ১ : ৮।
- ইজারাকৃত জলমহালে স্থানীয় মৎস্য অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ মৎস্য কর্মকর্তাগণের উদ্বাবনী প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে মৎস্য সম্পদ উৎপাদন স্বাভাবিক উৎপাদনের দ্বিগুন পরিমাণে উৎপাদন করে আসছে।

কর্মসংস্থান /স্ব-কর্মসংস্থান

- ইজারাকৃত জলমহালে পাহাড়াদার হিসেবে পেশাদার মৎস্যজীবি সদস্যকে নিয়োগদান।
- অস্থায়ী ও মেয়াদী, পাহাড়াদার প্রতি জনের মাসিক বেতন ৬,৫০০ এবং ১ জন হিসাবরক্ষক মাসিক বেতন ৬,৫০০ টাকা।
- উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আবেদন প্রক্রিয়ায় জলমহাল ইজারাগ্রহণ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরন।

অন্যান্য কর্মকান্ড

- "মা" মাছ, রেনু ও পোনানি ধনেমৎস্য আইন বাস্তবায়ন।
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় এর মাধ্যমে তহবিল গঠণ এবং গঠিত তহবিল উৎপাদন মুখিখাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসৃজন।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবেশ পরিছন্নরাখা, স্বাস্থ্যরক্ষা, রাস্তাঘাট মেরামত, বাঁধনির্মাণ, প্রয়োজনে ত্রাণ ও পূর্নবাসন ইত্যাদি সমাজসেবা মূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান, বাল্যবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, এবংএসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সমিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

জুবিলী ভবন, গ্রাম : মঠবাড়ী, ডাকঘর : উলুখোলা,
উপজেলা : কালীগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ১৯৬২ সালের ২ জুন প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির রেজিস্ট্রেশন নং- ২৪/১৯৮৪। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন প্রয়াত ফাদার চার্লস জে' ইয়াং এবং মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর ফাদার এবং অত্র এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা- জুবিলী ভবন, গ্রাম : মঠবাড়ী, ডাকঘর : উলুখোলা, উপজেলা : কালীগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর। উক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নের শূরুতে ২৯ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করা হয়। প্রথমে ২৫ পয়সা প্রতি মাসে জমা প্রদান এর মধ্য দিয়ে শুরু হয়। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন স্বর্গীয় মি. আগষ্টিন ছেড়াও। বর্তমানে এই ক্রেডিটের সদস্য সংখ্যা ২৩৮৬ জন এবং কার্যকরী মূলধন ১১২,২৭,৮২,৭০৫ ৩০শে জুলাই ২০২০ পর্যন্ত। সমিতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রায় ১,১৯,০০,০০০ টাকা নীটলাভ করতে সমর্থ হয়। বর্তমান বোর্ড অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডও পরিচালনা করছে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, গত ৮ই মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয় যেখানে ক্রেডিটের বেশিরভাগ নারী সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদেরকে ক্রেডিট সম্পর্কে এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়।

তাছাড়াও বিভিন্ন যুব উন্নয়ন কার্যক্রম, শিক্ষা সেমিনার, মৃত সদস্যদের সৎকার বাবদ আর্থিক অনুদান ও খেলাপী ঋণ আদায়কল্পে সদস্যদের নিয়ে প্রতি গ্রামে ও কেন্দ্রীয়ভাবে সমিতির ভবনে সভা করা হয়।

সমিতিতে বর্তমানে ২০জন কর্মী তাদের শ্রম ও সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। সমিতির বর্তমান চেয়ারম্যান মি. সঞ্চয় ডমিনিক রোজারিও ও সেক্রেটারী মি. রনি আন্তনী রোজারিও সহ ২২জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। প্রতিবছর বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়।

৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার একটি মুহূর্ত

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বিভিন্ন প্রোডাক্ট রয়েছে যার মধ্য দিয়ে সমিতির মূলধন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। আমাদের প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে :

শেয়ার

- সঞ্চয়
- মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প
- দ্বি-মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প
- স্থায়ী আমানত
- শিশু সেভিংস স্কীম
- দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প
- মাসিক ডিপোজিট পেনশন স্কীম
- ডাবল ডিপোজিট
- ঋণ নিরাপত্তা স্কীম প্রকল্প
- প্লট প্রকল্প
- হাউজিং ডিপোজিট স্কীম

ঋণ

- সাধারণ ঋণ
- দ্বি-মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ
- মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্পের

বিপরীতে ঋণ
- ডাবল ডিপোজিটের বিপরীতে ঋণ
- এফডিআর এর বিপরীতে ঋণ
- কনজুমার ঋণ
- ব্যবসা ঋণ
- ক্যাপাসিটি বেসড ঋণ
- সলভেন্সি ঋণ
- বেতনের বিপরীতে ঋণ
- মর্টগেজ ঋণ

সমিতি থেকে সদস্যরা তাদের নিজেদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য সহজ শর্ত ও কিস্তিতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সদস্যরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। সাধারণত যেসব উদ্দেশ্যে সদস্যরা ঋণ গ্রহণ করে তা হচ্ছে : ১. জমি ক্রয় ২. ব্যবসা ৩. গাড়ী/অটো রিক্সা ক্রয় ৪. ফ্ল্যাট ক্রয় ৫. গবাদী পশু ক্রয় ৬. মৎস খামার ৭. কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ৮. শিক্ষা ৯. বিদেশ গমন ১০. কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ বিগত ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী সমস্ত আয়কর পরিশোধ করেছে। পাশাপাশি সরকারী কোষাগারে বিগত ১০ বছর ধরে নিয়ম অনুযায়ী CDF প্রদান করা হচ্ছে। মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বর্তমানে ৪১৮.১৭ শতাংশ জমি রয়েছে যার বর্তমান মূল্য ২৭,১৯,০৮,৪২৩ টাকা। মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ২০১১ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কার অর্জন করে।

কভিড-১৯ (করোনা) পরিস্থিতিতে আমরা মঠবাড়ী ক্রেডিটের পক্ষ থেকে ৮০০ সদস্যদের পরিবার প্রতি আমরা খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছি।

আমরা মোট ১১,৯৭,০৮৫ টাকার পণ্য সামগ্রী করোনা মহামারীর কারণে সদস্যের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। উক্ত সামগ্রী সকল সদস্যদের পরিবারে ক্রেডিট থেকে পৌঁছে দেওয়া হয়। তাছাড়াও সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর করোনা তহবিলে মহামান্য কার্ডিনালের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

মির্জা ফারজানা শারমিন
উপজেলা সমবায় অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে গাজীপুর জেলা, কালীগঞ্জ উপজেলাধীন নাগরীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাগরী খ্রীষ্টান সমবায় ঋণদান সমিতি। সফল ও গণত্রাণি্ত্রক নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদের সুযোগ্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন মি. সুমন লরেন্স রোজারিও। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়নকে পরিচিত করতে ও সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করতে পাশাপাশি খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে বিরতিহীন অবদান রেখে যাচ্ছে। বর্তমানে নাগরী ক্রেডিটের ১৭টি সঞ্চয়ী প্রোডাক্ট ও ১৯টি ঋণ প্রোডাক্ট চলমান আছে। নাগরী ক্রেডিটের তহবিলের পরিমাণ আর্থিক বছর (২০১৯-২০২০ খ্রীঃ) পর্যন্ত ১৩১ কোটি টাকা প্রায়। বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদ দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সদস্য-সদস্যাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের লক্ষ্য ও মূলসুর

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী ক্রেডিটের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সমবায় পুরষ্কার অর্জন

"বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ের উন্নয়ন" মূলসুর অনুসরণ করে বিগত ২রা' নভেম্বর ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দের জন্য সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায় শ্রেণির ক্যাটাগরীতে শ্রেষ্ঠ জাতীয় সমবায় পুরষ্কার লাভ করে নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে পুরষ্কার গ্রহণ করেন নাগরী ক্রেডিটের পক্ষে সমিতির চেয়ারম্যান মি. সুমন রোজারিও।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন- সমবায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন- সমবায়ের কাজে যারা দক্ষ তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, সৎ ভাবে তারা যেন কাজ করে, সেভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই জাতির পিতার স্বপ্নেরক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হব। এ বছর সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ের উন্নয়ন"।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি

"মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য" এই মূলসুরে নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড কর্তৃক নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী মহামারীর এই ক্রান্তিলগ্নে সমাজে পিছিয়ে পড়া, দুস্থ, অসহায়, নিপিড়িতদের সাহায্যার্থে খাদ্য সামগ্রী (ত্রাণ) বিতরণ করা হয়।

চাল-৫ কেজি, ২) ডাল- ১ কেজি, ৩) আটা- ২ কেজি, ৪) সয়াবিন তেল- ১ লিটার, ৫) সাবান- ১টি। মোট ১৫৭৬টি পরিবারের মধ্যে ৮,২৪,৭১০ টাকা মূল্যের খাদ্য সামগ্রী (ত্রাণ) বিতরণ করা হয়ছে।

প্রবীণ হিতৈষী/প্রতিবন্ধীদের ভাতা প্রদান

বিগত ২৪/০৭/২০ খ্রীঃ তারিখে নাগরী খ্রীষ্টান কো অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ কর্তৃক মহামারীর এই ক্রান্তিলগ্নে প্রবীণ হিতৈষী ও প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের জন্য প্রণোদনা

হিসেব বাৎসরিক ভাতা প্রদান করা হয়েছে। প্রণোদনা ভাতা হিসাবে (ক) প্রতিবন্ধী : ৫২ জন (খ) প্রবীন : পুরুষ- ২৪৯, মহিলা- ১৯৩ জন। সর্বমোট ৪৯৪ জন সদস্যদের ১,০০০ টাকা করে, মোট ৪,৯৪,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

মহান বিজয় দিবস, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা ও প্রাক-বড়দিন উদ্‌যাপন

বিগত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রীঃ তারিখে সমিতির সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের অংশগ্রহণে নব-জ্যোতি ভবনে মহান বিজয় দিবস, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও প্রাক-বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। সমিতির সকল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে উক্ত অনুষ্ঠানে শিশু ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে মহা আড়ম্বরে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফা : জয়ন্ত এস গমেজ, পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় সিস্টার মেরী কিরণ এস.এম.আর.এ, প্রধান শিক্ষক, পানজোরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। সমিতির চেয়ারম্যান, মি. সুমন রোজারিও, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, ব্যবস্থাপনা পরিষদের কর্মকর্তা বৃন্দ, উপদেষ্টা মন্ডলী ও সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে প্রাক-বড়দিনের কেক কাটেন এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সহযোগী সদস্যদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ করেন।

নতুন (৪টি) আর্থিক প্রোডাক্ট উদ্বোধন

বিগত ১৫ ফেব্রুয়ারী'২০১৯ খ্রীঃ তারিখে সমিতির সদস্য-সদস্যাদের অংশগ্রহণে নব-জ্যোতি ভবনেসমিতির নতুন ৪টি আর্থিক প্রোডাক্ট উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফা : জয়ন্ত এস গমেজ, পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহীন সুলতানা, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, মি. রোমেল এইচ ক্রুশ, জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত), কাল্ব, মি. সঞ্চয় ডমিনিক রোজারিও, চেয়ারম্যান, মঠবাড়ি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ। সমিতির চেয়ারম্যান, মি. সুমন রোজারিও, ব্যবস্থাপনা পরিষদের কর্মকর্তা বৃন্দ, কর্মীবৃন্দ, উপদেষ্টা মন্ডলী, ও সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে নতুন ৪টি আর্থিক প্রোডাক্ট উদ্বোধন করা হয়।

আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

বিগত ৮ মার্চ' ২০১৯ খ্রীঃ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে সমগ্র বিশ্বের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে এবং অত্র সমিতির প্রত্যেক নারী সদস্যের প্রতি সম্মান ও ভালবাসার নিদর্শন দেখিয়ে নাগরী

সেন্ট নিকোলস উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্যবস্থাপনা পরিষদ এ দিবসটি পালন করেন। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফা : জয়ন্ত এস গমেজ, পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লী। প্রায় ১০০০ জন নারী সদস্যের অংশগ্রহণ এ উক্ত অনুষ্ঠান হয়ে উঠে প্রাণবন্ত এছাড়াও র‍্যালী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা এবং সমিতির ৯৭ জন ব্রতধারী/ব্রতধারিণী মায়েদের সম্মানে ভূষিত করা হয়।

ত্রি-বার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা

বিগত ১০ মে ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে ঢাকা ক্রেডিট রিসোর্ট এ নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ত্রি-বার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা অনুষ্ঠিত হয়। মূলভাব : "টেকসই পরিকল্পনাই হোক নাগরী ক্রেডিট এর আগামীর পথচলা"। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ১৩০ জন।

লক্ষ্যমাত্রা

- পেশাদারিত্ব আনায়ন ও এইচআরডি বিভাগ চালু করা।
- কর্মী ও নির্বাহীদের উন্নয়নের জন্য নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
- কাজের ধরণ অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- গুণগত নেতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য ডিরেক্টরস কম্পিটেন্সি কোর্সের ব্যবস্থা করা।
- নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সাধারণ সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- কৌশলগত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য কন্সালটেন্ট নিয়োগ ও সুনির্দিষ্ট উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে (ষ্টাফ) দায়িত্ব প্রদান করা।
- ত্রি-বার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি বিশেষ উপ-কমিটি গঠন করা।
- নাগরী ক্রেডিট ইউনিয়নকে একটি আদর্শ ক্রেডিট ইউনিয়ন হিসেবে পরিচিত করা।

সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রদান

শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়ের ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফা : জয়ন্ত এস গমেজ, পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নাগরী ক্রেডিটের চেয়াম্যান, মি. সুমন রোজারিও। নাগরী ক্রেডিট সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়ের ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ১২টি কম্পিউটার ও ১টি ডিভিডি রাইডার অনুদান হিসেবে প্রদান করেন। নাগরী ক্রেডিট বিশ্বাস করে উক্ত অনুদানকৃত কম্পিউটার ছাত্রদের ডিজিটাল ও আধুনিক শিক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (৫৭তম) উদ্‌যাপন

বিগত ৩০ আগষ্ট ২০১৯ খ্রীঃ তারিখে সমিতির সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির চেয়ারম্যান, মি. সুমন রোজারিও। সমিতির সদস্য-সদস্যা, ব্যবস্থাপনা পরিষদ, উপদেষ্টা মন্ডলী, অফিস কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সমিতির চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী, পরিচালক, ঋণদান কমিটি, আভ্যন্তরীন নিরিক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি, উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যদের নিয়ে নাগরী ক্রেডিট এর প্রতিষ্ঠাতা ফা : চার্লস জে. ইয়াং ও নাইট ভিনসেন্ট রড্রিক্স এর স্মৃতিফলকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। কেক কাটা ও মিষ্টি মুখের মাধ্যমে ৫৭তম

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

সেবা মাস-২০১৯ খ্রীঃ পালন

অন্যান্য বছরের ন্যায় চলতি অর্থ বছরেও মে-জুন (১৫ মে থেকে ১৫ জুন) পর্যন্ত সেবা মাস হিসেবে পালন করা হয়। সমিতির প্রচলিত নিয়ম পালনে ব্যর্থ হয়ে যে সকল সদস্যগণ সমিতি বিমূখ হয়ে আছেন এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়া থেকে বিরত আছেন সে সকল সদস্যদের সমিতিতে ফিরিয়ে আনার জন্য সেবা মাসে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দীর্ঘদিন খেলাপী অবস্থায় থাকা সদস্যদের সাথে আলোচনার সাপেক্ষে জরিমানা মওকুফএবং ফ্রিজিং সিস্টেম এর মাধ্যমে নিয়মিত করণ। যার প্রতিফলন হিসেবে সেবা মাসে ৩৯২ জন সদস্য-সদস্যা খেলাপী অবস্থা থেকে নিয়মিত হয়। এছাড়াও সকল ধরণের ফরম সদস্যদের বিনা মূল্যে প্রদান এবং নিয়মিত সদস্যদের ক্ষেত্রে এককালীন ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ১৫% ঋণের সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়। সর্বপোরি সেবা মাসে সকল সদস্য-সদস্যাদের জন্য ছিল আপ্যায়ণের ব্যবস্থা।

শিক্ষা সেমিনার ও ঋণ খেলাপী সদস্যদের সাথে সভা (Door to Door Visit)

বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদ ঋণ খেলাপী হ্রাসের জন্য গ্রাম ভিত্তিক সেমিনার, উঠান বৈঠক ও বাড়ি বাড়ি যাওয়া এবং বিশেষ করে পারারটেক গ্রামের প্রতি মাসের (২৫ ও ৩০ তারিখে) কালেকশন করতে যাওয়া হয়। খেলাপী সদস্যদের ঋণ পরিশোধে নিয়মিত করণ তথা তাদের সমিতি মূখী এবং সক্রিয় সমবায়ী করার জন্য বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদের খেলাপী ঋণ আদায় উপ-কমিটির সদস্যগণ খেলাপী সদস্যদের সাথে সভা করেন এবং তাদেরকে খেলাপী মুক্ত হয়ে সমিতির সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য অনুপ্রেরণা দান করেন।বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদ ঋণ খেলাপী হ্রাসের জন্য খেলাপী ও সাধারণ সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে উত্তর পানজোরা, ছাইতান, করান, সুজাপুর, লুদুরিয়া, দোয়ানী, তিরিয়া, পারারটেক গ্রাম ভিত্তিক সভার আয়োজন করা হয়।

৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান

বিগত ২৯ নভেম্বর'২০১৯ খ্রীঃ তারিখে নাগরী সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে ৯ : ০১ ঘটিকা হতে ১০ : ৩০ ঘটিকা পর্যন্ত সমিতির সম্মানিত সদস্য-সদস্যারা সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে উপস্থিতি খাতায় নিজ নিজ সদস্য নম্বর, নাম এর পার্শ্বে স্বাক্ষর প্রদান করে ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সমিতির ৩১৫৫ জন সম্মানিত সদস্য-সদস্যাবৃন্দের অংশগ্রহণে ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ সুমন রোজারিও এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সেক্রেটারী মিসেস শর্মিলা রোজারিও।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জের শান্তি কন্যা, সাবেক প্রতিমন্ত্রী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সংসদ সদস্য, গাজীপুর-৫, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জনাব মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি, সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নুর-ই-জান্নাত, উপ-নিবন্ধক, বিভাগীয় কার্যালয়, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা, জনাব আইরিন খানম, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন পলাশ, উপজেলা চেয়ারম্যান, কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ, এ্যাডভোকেট মাকসুদ-উল-আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান, কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ, শ্রদ্ধেয় ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ, পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লী, শ্রদ্ধেয় ব্রাদার প্রদীপ এল. রোজারিও সি.এস.সি. প্রধান শিক্ষক, নাগরী সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়, জনাব মির্জা ফারজানা শারমিন, উপজেলা সমবায় অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, সিষ্টার মেরী কিরণ এসএমআরএ, প্রধান শিক্ষিকা, পানজোরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,মিঃ শিরেন এস. গমেজ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা,জনাব আব্দুল কাদির মিয়া, চেয়ারম্যান, নাগরী ইউনিয়ন পরিষদ,এ্যাডভোকেট সিরাজ মোড়ল, সাবেক চেয়ারম্যান, নাগরী ইউনিয়ন পরিষদ, মিঃ সুরেন গমেজ, চেয়ারম্যান, মঠবাড়ীক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, শ্রী হরিপদ চন্দ্র নাগ, চেয়ারম্যান, মঠবাড়ী হিন্দুক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ,জনাব মোঃ আরিফ মিয়া,সেক্রেটারী, মঠবাড়ী ব্যবসায়ী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, শ্রী আনন্দ, চেয়ারম্যান চুয়ারীখোলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, প্রমুখ।

মির্জা ফারজানা শারমিন
উপজেলা সমবায় অফিসার,
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

রাজনগর ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আঞ্চলিক শিক্ষা সেমিনারের মাধ্যমে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা ও সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ

রাজনগর ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (রাকু) ৩০ শে জুন, ২০২০ খ্রীঃ পর্যন্ত ৩টি ইউনিয়নের ৩টি কর্ম এলাকায় মোট ২৮টি গ্রামে কাজ করে আসছে। কর্মএলাকার জনগনকে সমবায় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা সহ সমবায় আন্দোলনকে সম্প্রসারন করার লক্ষ্যে এবং জনগণের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের দারিদ্র বিমোচন সহ আর্থ সামাজিক উন্নতি সাধন কল্পে প্রতিবছর আঞ্চলিক শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিক্ষা সেমিনারে এলাকার বিশিষ্ট জন স্থানীয় ইউ পি, সদস্য এবং চেয়ারম্যান গন উপস্থিত থাকেন।ফলশ্রুতিতে সমবায় কার্যক্রমে জনগন উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় গন সচেতনতা সৃষ্টি

রাজনগর ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (রাকু) এর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার সকল স্তরের জনগনকে সচেতন করার লক্ষ্যে কর্মএলাকার বিভিন্ন স্থানে যথা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার, অফিস, বাসষ্টেন্ড ও জনবহুল এলাকায় মোট ১৫টি ব্যানার স্থাপন করার মাধ্যমে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় গন সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ নেয়া হয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, করোনা ভাইরাস জনিত কারনে ৫,৬৩০ জন সদস্যদের মধ্যে প্রতিজন ৩০০ টাকা হিসাবে মোট ১,৬৮৯,০০০ টাকা ত্রাণ প্রনোদনা প্রদান করা হয়।

শিক্ষাবৃত্তি

রাজনগর ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (রাকু) এর সদস্য পরিবারের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার জন্য প্রতি বছর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। সদস্য পরিবারের ছেলে সন্তানদের মধ্যে যারা পাবলিক পরীক্ষায় এ + এবং এ ক্যাটাগরিতে উত্তীর্ন হয়, তাদের শ্রেণী এবং গ্রেড ভিত্তিক নিদিষ্ট হারে অর্থ পুরুস্কার ও সনদ প্রদান করে

নিম্নে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের শিক্ষা বৃত্তির তথ্য প্রদান করা হলো।

ক্র : নং	শ্রেণী	মোট জন	বৃত্তির পরিমাণ টাকা
১.	পি,এস,সি	৮১	৭৭৬০০
২.	জে,এস,সি	২৯	৩১০০০
৩.	এস.এস.সি	৩৮	৬০,০০০
৪.	এইচ.এস.সি	১৪	৩৩,০০০
মোট		১৬২	২০১,৬০০

উৎসাহিত করা হয়। প্রতি বছরই . শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

কল্যাণ তহবিল

রাজনগর ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (রাকু) এর কল্যাণ তহবিল প্রকল্পের মাধ্যম এলাকার অতি দরিদ্র, ভূমিহীন ও দরিদ্র মেয়েদের বিবাহ, চিকিৎসা, শিক্ষা বিভিন্ন খাতে এবং মৃত সদস্যদের সৎকারের জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়। দীর্ঘদিন যাবত এ কার্যক্রম চলমান আছে। ৩০, শে জুন ২০১৯ অর্থবছরের কল্যান তহবিল থেকে ২৯ জনকে ১৯৩,০০০ টাকা সাহায্য করা হয়। নিম্নে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মমতাজ উদ্দিন মাঝি (সদস্য নং ১৫২) রাকু লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মোড়ল এর নিকট হতে চিকিৎসা বাবদ আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করছেন।

আন্ত স্কুল শিক্ষা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা সাংস্কৃতিক প্রতি যোগিতা বিকাশের লক্ষ্যে, রাজনগর ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (রাকু) এর উদ্যোগে স্থানীয় প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আন্ত স্কুল শিক্ষা সাংস্কৃতিক প্রতি- যোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃতি, মুখাভিনয়, বিভিন্ন ছবি আঁকা, উপস্থিত বক্তব্য, সাধারণ জ্ঞান,বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন স্কুলের সম্মানীত শিক্ষক,এবং এলাকার বিশিষ্ট জনদের সমন্বয়ে বিচারক মন্ডলী নির্বাচন করা হয়। বিজয়ীদের মাঝে আকর্ষনীয় পুরুস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ কারী ছাত্র ছাত্রী ও অতিথিদের দুপরে আপ্যায়ন করা হয়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

সদস্য ও অফিস ষ্টাফদের সমন্বয়ে বছরে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করা হয়। যথা : বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস, ১লা বৈশাখ।

মুক্তিযোদ্ধা সদস্য ব্যানার

রাজনগর ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (রাকু) এর উদ্যোগে রাকু এর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরের ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য, তাদের সম্মর্নার্থে এবং স্মৃতি ধরে রাখার নিমিত্তে মুক্তি যোদ্ধাদের ছবি সম্বলিত ব্যানার করা হয়। এক দিন মুক্তি যোদ্ধারা না ফেরার দেশে চলে যাবেন। আগামী প্রজন্ম যাতে স্থানীয় মুক্তি যোদ্ধাদের ছবি দেখে বুঝতে পারেন যে, তারা ছিল স্থানীয় মুক্তি যোদ্ধা।

মির্জা ফারজানা শারমিন
উপজেলা সমবায় অফিসার,
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

শাপলা সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লিঃ

৪ নভেম্বর/২০০১ খ্রিঃ সালে ১৯ নং নিবন্ধন মূলে ২০ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬২০৫ জন। বর্তমানে সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ৪,৫০,৪২০ টাকা, আদায়কৃত আমানতের পরিমাণ ২৩,৫১,২৫,১৬৮ টাকা। সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ২৪,২৯,৩৮,৪৬৮ টাকা। সমিতির কার্যকরী মূলধন হতেক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমিতির সদস্যগণ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সদস্যদের মধ্যে ১৪,৯৫,৪৪,০০০ টাকাক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং উক্ত খাত হতে ২,১৯,১৬,৫৬৪ টাকা মুনাফা আদায় হয়েছে। সমিতিতে হাল সনে নীট লাভের পরিমাণ ১,৫৫,৫২,২৮০ টাকা। হাল সনে সমিতির কর্তৃপক্ষ ৪৬,৫৬৮ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল জমা প্রদান করেছেন।

সমিতির মাধ্যমে ১৭ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে ৭৮৫ জন মহিলা এবং ২৭৮০ জন পুরুষ সদস্যের স্ব-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির ৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষ ব্যবস্থাপনায় সমিতিটি প্রতি বছর লাভবান হচ্ছে। প্রতি বছর সমিতির নীট লাভ হতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বা তদ্ধুর্ধ পরিমাণ অর্থ সমবায় উন্নয়ন তহবিল সমবায় বিভাগে জমা প্রদান করছেন।

সমবায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের সামাজিক কার্যক্রম যেমন- দুঃস্থদের সাহায্য সহযোগীতা করা, প্রতি ঈদে প্রায় ৫০০ জন দরিদ্র মানুষকে নতুন কাপড় এবং খাদ্য দ্রব্য সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে সাহায্য সহযোগীতা করেন। এছাড়া সমিতির মাধ্যমে দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে সমিতি কর্তৃপক্ষ বিগত ১৬/০৫/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৬০০ জন সদস্যের মধ্যে ৩,৬০,০০০ টাকা মূল্যের প্রতি পরিবারে চাল ০৫ কেজি, ডাল-১ কেজি, পেঁয়াজ- ১ কেজি, আলু-৩ কেজি, তেল- ১ লিটার, সেমাই- ১ প্যাকেট, চিনি- ১/২ কেজি, সাবান- ১টি করে বিতরণ করেন।

সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে হাসপাতাল নির্মাণ করার পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীণ রয়েছে। সমিতির কর্তৃপক্ষ স্ব-উদ্যোগে সদস্যদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মোবাইল সার্ভিসিং এর ব্যবস্থা করেছেন।

সমিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা, সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা, নিয়মিত বার্ষিক অডিট সম্পাদন, সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্য সম্পাদিত হয়। সমবায় আন্দোলনকে এবং সমবায় বিভাগকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ জাতীয় সমবায় দিবস এবং আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন এবং জনসাধরণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সমিতি প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া সদস্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সভা, সেমিনার এর আয়োজন করা হয়ে থাকে।

হাজী মোঃ ইউনুস আলী
সভাপতি
শাপলা সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লিঃ

টংগিবাড়ী উপজেলার পাটিকর শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

ঠিকানা : গ্রাম : আব্দুল্লাহ্পুর, ডাকঘর : বি-পাইকপাড়া
উপজেলা : টংগিবাড়ী, জেলা : মুন্সিগঞ্জ।

টংগিবাড়ী উপজেলার আব্দুল্লাহ্পুর ইউনিয়নে অর্ন্তগত পাটিকর পাড়া নামে একটি স্থানে বসবাসকরে পাটি উৎপাদনের সাথে জড়িত একটি সম্প্রদায়। তাদের পূর্ব পুরুষের পেশাই ছিল পাটি উৎপাদন ও বাজার জাত করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাহারা বিছিন্ন ভাবে পাটি উৎপাদন করত এবং তাদের আর্থিক দৈন্যতা ছিল পাটি উৎপাদনের প্রধান অর্ন্তরায়। কালের বিবর্তনে হারিয়ে যেতে শুরু করছিল তাদের উৎপাদনমুখী এই হস্তশিল্পকর্মটি।

স্থানীয় জনাব সুমন মুদী ও অধিকাংশ পাটি উৎপাদন কারীদের মহতী উদ্যোগ এর কারনে এবং স্থানীয় সমবায় বিভাগের সার্বিক সহযোগিতা মাধ্যমে ২০১২ খ্রিঃ সালের ৮ই জুলাই পাটিকর শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ নামে একটি সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। যার রেজি : নং ৮১৩ এবং কর্ম এলাকা সমগ্র টংগিবাড়ী উপজেলায় করা হয়।

সমিতিটি নিবন্ধনের পর থেকে সমবায় বিভাগের প্রচেষ্টার ফলে মুন্সিগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়সহ সমিতিটি পরিদর্শন করেন এবং ১২ টি শেলাই মেশিন অনুদান প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসক মহোদয় তাদের দৈন্যতা দেখে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়কে সকল প্রকার সরকারি সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেই মোতাবেক অফিস ঘর নির্মাণের জন্য টিন বরাদ্দ প্রদান করেন। সরকারী সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে সমিতির সদস্যগণ নতুন উদ্যেমে পাটি উৎপাদনের কাচাঁমাল সংগ্রহ পূর্বক বিভিন্ন রং বে রংগের শীতল পাটি উৎপাদন করতে শুরু করেন।

নিবন্ধনকালীন সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ জন বর্তমানে তাদের সদস্য সংখ্যা ১০২ জন এর মধ্যে পুরুষ ৪২ জন মহিলা ৬০ জন। এরা সবাই পাটি উৎপাদনের সাথে জড়িত। পাটি উৎপাদন ও বাজার জাত করে ঐখানে বসবাসরত ৬০টি পরিবারই আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জন করেছে। সমিতিতে তাদের শেয়ার আছে ২২,০০০ টাকা এবং সঞ্চয় আছে ১,১৮,৭৩০ টাকা। শেয়ার ও সঞ্চয়ের টাকা টংগিবাড়ী কৃষি ব্যাংকে জমা আছে। ব্যাংকে জমা টাকার পরিমাণ ১,৪০,৫৭৩ টাকা।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ থেকে ১৮ জন সদস্য ৩০,০০০ টাকা করে মোট ৫,৪০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে পাটি উৎপাদন ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। উক্ত টাকা ঋণ গ্রহণ করে তাহারা আত্ম-নির্ভশীলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ৩০/০৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৪,৫০,০০০ টাকা ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করেছে।

সমিতির সকল সদস্যই পাটি বুনন পেশার সাথে জড়িত। তাহারা বিভিন্ন পাটি উৎপাদন ও বাজারজাত করে প্রায় ৬০ টি পারবার অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে এবং ১০২ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সফলতা অর্জন করেছে। সমিতির উৎপাদিত পাটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বছরে প্রায় ১,০০,০০০ টাকার পাটি সরবরাহ করে এবং জাতীয় সমবায় দিবসে ও উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়ন মেলায় পাটি প্রর্দশন ও বিক্রয় করে সুনাম অর্জন করেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সমিতি সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে যৌতুক প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, মাদক প্রতিরোধ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মকান্ড।

নাজমা আক্তার
উপজেলা সমবায় অফিসার
টংগিবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।

ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

গল্পটা কিছু স্বপ্নবাজ মানুষের ক্লান্তিহীন পরিশ্রম আর প্রত্যয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষে ৯ বন্ধুর প্রত্যেকে মাসিক ১ হাজার টাকার সঞ্চয় দিয়ে শুরু স্বপ্নপূরণ যাত্রার। বন্ধুদের স্বপ্নকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিতে সঞ্চয়ের ধারাবাহিকতায় যুক্ত হন তাদের স্ত্রীরাও। এ স্বপ্নযাত্রায় সারথীদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ২০ জনে।

২০০৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমবায় মন্ত্রনালয়ের অধীনে, গাজীপুর জেলা সমবায় অফিসার মহোদয়ের নিকট হতে 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো—অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' নামে নিবন্ধন নং-১২৯৫, তারিখ : ২৪/১১/২০০৯ খ্রিঃ মূলে নিবন্ধন সনদ অর্জন করে প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। নিবন্ধনের পাশাপাশি সততা আর দক্ষতার কারণেই বর্তমানে "ট্রাষ্ট" এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪০০০ জন, আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ২,২৭,২০০ টাকা, আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ- ২,০৩,১৫,১৮৫ টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ- ৩,৩৮,২৫,৫৪০ টাকা। বর্তমানে সমবায় পণ্য ব্রান্ডিংয়ে-ও রাখছে বিশেষ ভূমিকা।

সমবায়ীদের উৎসাহ প্রদান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো—অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড'-বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করে আজ অনেকের কাছে হয়ে উঠেছে দৃষ্টান্ত। উৎপাদনমূখী সমবায় গড়ার লক্ষ্যেক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি সদস্যদের আত্মবিশ্বাস ও গাজীপুর জেলা সমবায় কর্মকর্তার অনুপ্রেরণায় 'ট্রাষ্ট কো—অপারেটিভ ডেইরী ফার্ম' প্রায় দেড় বছর ধরে নিরলসভাবে কাজ করছে। বর্তমানে নিজস্ব এই খামারের উৎপাদিত খাঁটি দুধ সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। এছাড়া সমিতির চলমান প্রকল্পসমুহ হলো গরু মোটাতাজা করণ,বায়োগ্যাস প্রকল্প,ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান। সোসাইটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে "ট্রাষ্ট" গাজীপুর জেলায় একটি সুপরিচিত সমবায় সংগঠন। আগামীতে সমিতির মুলধন বৃদ্ধি সাপেক্ষে নিম্নলিখিত প্রকল্প সমুহ সমবায় দপ্তরের সহযোগিতায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনাও রয়েছে — সমবায় বাজার, ট্রাষ্ট মিল্ক সেলসেন্টার, ট্রাষ্ট মিষ্টি, ঘি, মাখন, মিষ্টিজাত দ্রব্য, ট্রাষ্ট ফ্যাশন, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসন প্রকল্প ইত্যাদি। যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সমবায় বান্ধব সফ্ট ওয়ার ব্যবহার করবে "ট্রাষ্ট"।

সমবায়ে বিশেষ অবদান রাখায় 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো—অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' ২০১৭ সালে সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গাজীপুর জেলা সমবায় দপ্তর থেকে অর্জন করে সম্মাননা স্মারক।

২০১৮ সালে 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো—অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড'-এর ৩ জন সদস্য বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত 'সমিতি ব্যবস্থাপনা' কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করে অর্জন করেছেন প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকারীর 'সনদ' এবং পুরস্কার। 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো—অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' সততা এবং দক্ষতার অনন্য উদাহরণ হিসেবে গাজীপুরবাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেছে।

সদস্যদের সঞ্চিত আমানতের উপর লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যগণ লাভবান হচ্ছে। এছাড়া "ট্রাষ্ট" হতে নিম্নআয়ের সদস্যগণ স্বল্প লাভে ঋণ নিয়ে অনেকে স্বাবলম্বী হয়েছে এবং হচ্ছে।

সমবায় পণ্যমেলা গাজীপুর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় ট্রাষ্ট লাবান, ট্রাষ্ট দই, ট্রাষ্ট রসমালাই স্থান পায়। মিল্ক ভিটা সহ প্রায় ৪০টি সমবায় প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ গ্রহণ করে। মেলা পর্যবেক্ষণ করেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, অতিরিক্ত নিবন্ধক, যুগ্ম নিবন্ধক, ও উপনিবন্ধক গণ সহ a2i প্রতিষ্ঠান। মেলায় পণ্যের গুনাগুন ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো—অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' প্রথম পুরস্কার ও সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন।

এরই মধ্যে পাইলট প্রকল্প "ট্রাষ্ট ফ্যাশন" এর যাত্রা শুরু করেছি। সেখানে সমিতির সদস্যরাই কাজ করছেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও অঙ্গীকার।

২০২২ সালের মধ্যে 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস

কো—অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড'-এর স্বপ্নযাত্রায় যোগ হচ্ছে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'ট্রাষ্ট কো—অপারেটিভ হাসপাতাল ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টার'। যা গাজীপুরবাসীর জন্য নিরাপদ এবং সঠিক চিকিৎসাসেবার দৃষ্টান্ত হবে এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।

সারোয়ার জাহান
সম্পাদক
ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো—অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড।

তুমিলিয়া ক্রেডিট ইউনিয়ন

আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেণার, সিএসসি বৃত্তি

কবির ভাষায় বলতে গেলে, "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুরই অন্তরে"- এ চিন্তা মাথায় রেখে ২০১৪ খ্রীষ্টাব্দে তুমিলিয়া ক্রেডিটের ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তীতে স্মরণিকায় বিজ্ঞাপন, অনুদান সংগ্রহ করে জুবলী উদযাপনের পর ৮ লক্ষ টাকার "আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেণার, সি.এস.সি. বৃত্তি" নামক একটি তহবিল তদ্‌কালীন বোর্ড রেখে যান। এ থেকে গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ, সকাল ১০ টায় আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেনার, সি.এস.সি. বৃত্তি পরীক্ষায় তুমিলিয়া ও দড়িপাড়া ধর্মপল্লীর খ্রীষ্টান ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিদ্যালয় হতে ৫ম শ্রেণী পর্যায়ে ৫০ জন এবং ৮ম শ্রেণী পর্যায়ে ৪৮ জন, মোট ৯৮ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ টি শ্রেণীকক্ষে এই বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার ভিত্তিতে গত ৩১ জানুয়ারি ২০২০ খ্রীষ্টাব্দে সকল পরীক্ষার্থী ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে ট্যালেন্টপুল গ্রেডে ৮ জন এবং সাধারণ গ্রেডে ১৪ জন, মোট ২২ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পায়। ট্যালেন্টপুল গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ১ বছরের বেতন প্রদান করা হবে এবং সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ৬ মাসের বেতন প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যে, বৃত্তিপ্রাপ্ত ২২ জন ছাত্র-ছাত্রীর বেতন বাবদ ৬০,০০০ (ষাট হাজার টাকা) সরাসরি বিদ্যালয়ে প্রদান করা হয়েছে।

অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের মালিক সদস্য-সদস্যাগণ। সদস্য-সদস্যাগণের বিপদের মূহুর্তে পাশে দাঁড়িয়েছে সবার প্রাণপ্রিয় তুমিলিয়া ক্রেডিট। নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের কারণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও গণ পরিবহন সাধারণ ছুটি ও বন্ধ করে দেয়ায় সমিতির অনেক সদস্য-সদস্যা চাকরী হারিয়েছেন বা বেতন পাচ্ছে না। তাছাড়া, বয়স্ক, বিধবা ও দরিদ্র সদস্যগণও এই দুর্যোগকালীন সময়ে বহু কষ্টে জীবন-যাপন করছেন। তাঁদের কষ্ট লাঘব করার জন্যে সমিতির ৭ টি কর্ম এলাকায় ২৪৫ জন সদস্য-সদস্যার মধ্যে চাল-১০ কেজি, ডাল-১ কেজি, আলু-৫ কেজি, সয়াবিন তেল-১ কেজি, লবণ-১ কেজি ও ১ টি করে সাবান বিতরণ করা হয়। করোনা ভাইরাস-এর স্বাস্থ্য বিধি মেনে সদস্য-সদস্যাদের বাড়ী বাড়ী ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সমিতির ৭টি কর্ম এলাকায় নিয়মিত প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাকে ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পূর্বে যাঁরা সমিতি হতে ত্রাণ পেয়েছে তাঁরা এ আওতার বাইরে ছিল। একজন সদস্য তাঁর পরিবারের সকলের টাকা একত্রে গ্রহণ করতে পেরেছেন। স্বাস্থ্য বিধি পালন করে সমিতির ৭টি কর্ম এলাকায় আলাদাভাবে নগদ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। যে সকল সদস্য টাকা নিতে পারেনি তাঁদের টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। কিন্তু, ঋণ খেলাপীদের টাকা নিয়মিত সদস্যদের সাথে দেয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়ে, সংলাপ করে নগদ অর্থ ৫০০ করে টাকা

করে দেয়া হয়েছে। আর যাঁরা আহবানে সাড়া দেয়নি, তাদের টাকা খেলাপী ঋণ হতে সমন্বয় করা হবে।

ছাত্র প্রকল্প

আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার। সদস্য-সদস্যাদের সন্তানেরা যেন হাতে-কলমে কাজ শিখে এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে-এ জন্য অত্র সমিতির সকল সদস্য-সদস্যাদের কলেজ/বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই প্রকল্প পূর্ব থেকেই চালু করা হয়েছে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা সপ্তাহে ২ দিন বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে তাঁদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং অফিসের নিয়ম-কানুন, শৃংখলা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে বা পালন করতে পারে। এই সকল অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে চাকরী ক্ষেত্রে তাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খুব সহজেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ছাত্র প্রকল্পের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গত ১৭ জানুয়ারি ২০২০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে গত ২৪ জানুয়ারি ২০২০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্র প্রকল্পে নিয়োগ দেয়া হয়। গত ৩১ জানুয়ারি ২০২০ খ্রীষ্টাব্দে ২০ জন নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয় এবং পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সনদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও, পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হতে দ্বিতীয়বারের মত মৌখিক পরীক্ষার

ভিত্তিতে আরো মোট ৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ছাত্র প্রকল্পে নিয়োগ দেয়া হয়। পুরাতন ও নতুন ছাত্র-ছাত্রী মিলে সর্বমোট ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ছাত্র প্রকল্পের অধীনে কাজ করছে এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করছে।

সেন্ট জনস্ আর্ট নেড কালচারাল একাডেমী

অত্র সমিতির সদস্য-সদস্যাদের সন্তান পড়াশোনার পাশাপাশি প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে আর্ট, সংগীত, নৃত্য ও তবলা প্রশিক্ষণের জন্য সেন্ট জনস্ আর্ট নেড কালচারাল একাডেমী ২০১১ খ্রীষ্টাব্দে তদ্কালীন বোর্ড চালু করেছে। এই একাডেমীতে রয়েছে বিটিভি সহ অন্যান্য চ্যানেলের অভিজ্ঞ শিল্পী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। অল্প খরচে, অতি সুন্দর পরিবেশে, অধিক যত্ন সহকারে এই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে ও বেতারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য সহযোগিতা করা হয় এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

মির্জা ফারজানা শারমিন
উপজেলা সমবায় অফিসার,
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

ভাদুন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, ৪১ নং ওয়ার্ড, ভাদুন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ভাদুন কো-অপরেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন। ভাদুন ও আশে-পাশের গ্রামগুলোতে সকল সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করেন। চারিদিকে তাকালে দেখা যাবে সবুজে ঘেরা আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেঁপে অনেক রকমের ফলই এখানে জন্মে। তাছাড়া বিভিন্ন রকমের ধান সবজি চাষতো আছেই। গ্রাম গুলিতে বিভিন্ন উপাসনালয় আছে, আমাদের সম্প্রদায়ে রয়েছে একাধিক মন্দির, শ্মশান। সেখানে পালিত হয় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। একতাবদ্ধ হয়ে এই গ্রামের লোকজন বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করে থাকে, যা এই ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

একতাবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করলেও এলাকার বেশীর ভাগ মানুষই ছিল অস্বচ্ছল। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে ধনী মহাজনদের নিকট হতে সুদে টাকা নিতে হতো। এই টাকা ফেরত দিতে গিয়ে অনেকে নিঃশ্ব হয়ে গিয়েছিল। এমনি অবস্থায় অত্র এলাকার-ই জামাই সুদর্শন সরকার কালেব চাকুরীর সুবাদে, ভাদুন গ্রামে একটি সমিতি গঠনের আলোচনা করেন। বিষয়টি নিয়ে কয়েক জনের সঙ্গে আলোচনা করে ১৯৯৩ সালে ২৪ ডিসেম্বর ভাদুন সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে কিভাবে নিজেদের জমানো টাকা দিয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে ভাদুন সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথম অবস্থায় ভাদুন ও নৈপাড়া গ্রামের লোকজনকে নিয়ে সদস্য করে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাসিক মিটি : ভাদুন সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হলেও লেনদেন কার্যক্রম চলতো প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী সুনীল দেবনাথের পড়ার ঘরে। মাসিক সর্বনিম্ন ১০ টাকা করে চাঁদা নিয়ে প্রথম মাসেই (জানুয়ারী/৯৪) ৭৭ জন সদস্য পদ গ্রহণ করে।

১৯৯৬ সালে ৯ এপ্রিল ১৬ নং নিবন্ধন মূলে ভাদুন সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি, ভাদুন সমবায় মিতব্যয় ও সঞ্চয় সমিতি লিঃ নামে সমবায়ে নিবন্ধন লাভ করে। ১৯৯৬ সালে ২০ সেপ্টেম্বর কাল্ব সদস্যপদ গ্রহণ করে। ১১/০৭/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সংশোধিত রেজি : এর মাধ্যমে নাম পরিবর্তন হয়ে ভাদুন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ নাম হয়।

১৯৯৮ সালে ১লা মে সাব-কাওলা দলিলের মাধ্যমে মাত্র ৫,০০০ টাকা দিয়ে ৫.২৫ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়। জমি রেজিষ্ট্রি খরচ হয় ১৯৬৭ টাকা। ২০০১ সালে ২৫ এপ্রিল তারিখ মহেন্দ্র সরকারের সঙ্গে এওয়াজ পরিবর্তনের মাধ্যমে জমি নিয়ে বর্তমান টিনসেট বিল্ডিংটি অফিস ঘর হিসাবে নির্মিত হয়। যার নির্মাণ ব্যয় ২,১৯,৪৩৫ টাকা। এই অফিসে ২০০২ সাল হতে কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রতিষ্ঠার পর দ্রুত এই সমিতির ক্রম বিকাশ ঘটতে শুরু করে। যখন প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী সুনীল দেবনাথের বাড়ীতে সমিতির কার্যক্রম চলতো, তখন কালব্ সদস্য পদ লাভের পর ১৯৯৬ সনে আকুর মেম্বার সার্ভিস নেলিটা

সানরকে ও ম্যানেজার রঞ্জিত হিটিয়াটি সমিতি পরিদর্শনে এসে অভিভূত হন। ২০০৮ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর শেয়ার ১৯টি দেশের ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিনিধি দল এই সমিতি পরিদর্শনে আসেন। দেরে মধ্যে থাইল্যান্ড এর অতিথি মিঃ সিদ্দিকু বেনজুয়েল অত্র সমিতির শিশুদের নাচ, গানে সন্তুষ্ঠ হন। তিনি দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়ার জন্য তহবিল গঠনের জন্য ১০০ ইউ এস ডলার (৭,৩০০ টাকা) প্রদান করেন। উক্ত অর্থের সঙ্গে ডা: নিরঞ্জন বিশ্বাস ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কিছু কিছু অর্থদান করেন। ২০০৯ সালে সমিতির ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্তক্রমে লাভ হতে ৩% স্থানান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র ছাত্রবৃত্তি প্রদান তহবিল গঠন করা হয়। ২০১৪ সালে ২৪ নভেম্বর নেপালের ১৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের সমবায় মন্ত্রণালয়েল সচিবসহ এই সমিতি পরিদর্শন করেন। ২০১৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আবার নেপালের প্রতিনিধি দল আসেন। ২০০৯ সারে অত্র সমিতি গাজীপুর অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ সমিতি ১ম স্থান এবং কালেব আমনত বৃদ্ধিতে প্রথম স্থান হিসাবে সুনাম অর্জন করেন।

সমিতির অর্জন

সদস্য সংখ্যা : শুরুতে সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৭ জন। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮৬১ জন। তাছাড়া পরিবারের একজন শিশু জন্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশু কিশোর সদস্য হচ্ছে।

আর্থিক : ১৯৯৪-১৯৯৫ (১ম) অর্থ বছরে ১,১১,২৬১ টাকা মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে (৩০ জুন ২০১৯ খ্রিঃ) পর্যন্ত সমিতির মূলধন ১৬,৭২,৮০,৭৮২ টাকা। ক্রেডিট ইউনিয়নের শেয়ার, সঞ্চয় ছাড়া শিশু কিশোর সঞ্চয়, সা: সঞ্চয়, বি.ডি.পি.এস সঞ্চয়, সেভিংস বক্স সঞ্চয়, বিভিন্ন মেয়াদী আমানত চালু থাকায় দ্রুত মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জমি : বর্তমান অফিসটি ৩ কাঠা জমির মধ্যে অবস্থান করছে। পাশে নতুন অফিস ভবন নির্মাণের জন্য রাস্তাসহ প্রায় ৮ কাঠা, ভাদুন বাজার মার্কেট করার মতো ৪ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া কামারগাঁও মৌজায় ২.৫ কাঠা জমিতে বাড়ী ভাড়া দেয়া আছে। এই জমি ক্রেডিট ইউনিয়নের বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন : জমি ক্রয়, হাস-মুরগীর খামার, মৎস্য খামার, সদস্যদের অটো গাড়ী ও অন্যান্য গাড়ী ক্রয়ে অর্থায়ন করা হচ্ছে। ক্রেডিট ইউনিয়নের অনেক সদস্য সমিতির অর্থে ছোট বড় অনেক দোকানের মাধ্যমে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

শিক্ষার মান উন্নয়ন : ক্রেডিট ইউনিয়ন হতে অল্প সুদে ঋণ নিয়ে অনেক ছেলে মেয়ারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এতে করে পরিবারের সন্তানেরা লেখা-পড়ায় উৎসাহিত হচ্ছে।

হিসাব সংরক্ষণ : ক্রেডিট ইউনিয়ন হতে অল্প সুদে ঋণ নিয়ে অনেক ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এতে করে পরিবারের সন্তানেরা লেখা-পড়ায় উৎসাহিত হচ্ছে।

শিক্ষা সেমিনার : ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্য-সদস্যা ও বোর্ড, উপ কমিটির সদস্যদের বাৎসরিক কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষা-সেমিনার করে ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া কাল্ব কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ নেতৃত্ব গঠন ও ক্রেডিট ইউনিয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের বিভিন্ন কৌশল শিক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসেবা : প্রতি মাসে ১ জন অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা সদস্য-সদস্যা ও তাদের সন্তানদের অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের মধ্যে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অফিসে ওজন মাপার যন্ত্র, প্রেশার ও ডায়াবেটিক্স রোগীদের জন্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ : প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্য-সদস্যাদের সন্তানদের যারা দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী তাদেরকে নগদ অর্থ প্রদান এবং শিশুদের মাঝে বিনা মূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

অবদান ও প্রত্যাশা

এলাকার শত শত বেকার যুবকের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এ সমিতির মাধ্যমে। কৃষি জমি চাষ, হাঁস-মুরগি খামার, মৎস্য চাষ, মুদি দোকান,ক্ষুদ্র ব্যবসা, দর্জি সেলাইসহ নানা কাজে গ্রামীণ মানুষকে ঋণ সুবিধা দিয়ে এ সমিতির মাধ্যমে এলাকায় নতুন প্রাণ চাঞ্চল্যের দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, গৃহ নির্মাণ, গৃহ সংস্কার এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমেও উপকারভোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান অফিসে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। সেজন্য সমিতির নিজস্ব জমিতে একটি বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভবন নির্মাণের নক্সা তৈরি সম্পন্ন হয়েছে এবং শ্রিঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

সুনীল দেবনাথ
প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী
ভাদুন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

গ্রাম : শুলপুর, ডাকঘর : শিকারপুর-নিমতলা, কোড- ১৫৪০, উপজেলা : সিরাজদিখান, জেলা : মুন্সিগঞ্জ।

ক্রেডিট ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক পক্রিয়ায় পরিচালিত একটি সমবায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ক্রেডিট শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ক্রেডো থেকে এসেছে যার অর্থ - আমি বিশ্বাস করি। ক্রেডিট ইউনিয়নের মূল শক্তি হলো সদস্যগণ নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য একে অপরকে বিশ্বাস করার মাধ্যমে ক্রেডিট ইউনিয়নে শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত হিসাবে টাকা জমা রাখবে ও নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করবে এবং যথাসময়ে নিয়মমাফিক ঋণের টাকা ফেরত দিবে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঢাকা ও আশে পাশের ধর্মপল্লীর অধিকাংশ খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী ছিলেন আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল। বিভিন্ন সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চসুদে ঋণ গ্রহণ করে খ্রিষ্টানগণ তাদের মূল্যবান জমি জমা এবং বসতবাটি হারাতে বসেছিল। এই প্রেক্ষাপটে সাধু যোসেফ ধর্মপল্লী, শুলপুর এর খ্রিষ্টভক্তদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ের লক্ষ্যে আজকের "শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ" গঠনে স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন মিঃ পিটার পল গমেজ (এডভোকেট ও পাকিস্তানের যোগাযোগ বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)। শ্রদ্ধেয় মিঃ পিটার পল গমেজ এর উদ্যোগে ঢাকায় বসবাসরত মিঃ নিকোলাস পল রোজারিও, মিঃ সুবোধ রোজারিও, মিঃ নিকোলাস রোজারিও (শিক্ষক), মিঃ নিধন ডি রোজারিও (স্বনামধন্য সাহিত্যিক), মিঃ ভিনসেন্ট গমেজ (বিচান্তি), মিঃ হেনরী গমেজ (উকিল), মিঃ জর্জ দেবল ডি : ক্রুশ, মিঃ হরলাল দেশাই, মিঃ ডেভিড গমেজ (শিক্ষক) এবং গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ "শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন" গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিশেষভাবে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন মিঃ নিকোলাস পল রোজারিও। ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনে সহযোগিতায় ছিলেন ফাদার চার্লস জে. ইয়াং, সিএসসি এবং তৎকালীন শুলপুর ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার উইস, সিএসসি। মিঃ পিটার পল গমেজ এর উদ্যোগে ২৮শে মে, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে রোজ শনিবার বিকালে মিশন প্রাঙ্গণে গ্রামের মাতব্বর এবং গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরের দিন ২৯শে মে, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে রোজ রবিবার ১ম ও ২য় খ্রিষ্টযাগে ঘোষণার মধ্য দিয়ে সকাল ১০:০০ ঘটিকার সময় শুলপুর সাধু যোসেফ গির্জার দক্ষিণ পাশে বকুল গাছের নীচে আনুষ্ঠানিকভাবে "শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন" র প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভায় সদস্যপদ লাভের জন্য ভর্তি ফি ২৫ পয়সা এবং শেয়ার জমা ১ টাকা ধার্য করা হয়। প্রথম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের নিয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, বিগত ০৩-০৬-১৯৭৯ খ্রিঃ তারিখে কেন্দ্রীয় সমিতি "দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ" (কাল্ব) স্থাপতি হয়। বর্তমান শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, "কাল্ব" এর প্রতিষ্ঠাতা সহযোগী সদস্য। বিগত ০৩-০৪-১৯৮৬ সালে কাল্ব সমবায় অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন লাভ করে এবং শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট

ইউনিয়ন লিঃ বিগত ২৬-০২-১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কাল্ব এর পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করে। কাল্ব সদস্য নং- ১০। এছাড়াও বিগত ১৯-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে কেন্দ্রীয় সমিতি "দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড এর সদস্য পদ লাভ করে। সদস্য নম্বর-২০।

সদস্যদের জন্য গৃহীত কর্মসূচী

- সদস্যদের স্বনির্ভরতা এবং আপদকালীন সময়ে ক্রেডিট ইউনিয়নের ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা হয়।
- কোন সদস্য অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা বাবদ এককালীন সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
- কোন সদস্য মৃত্যু বরণ করলে তার সৎকার কাজের জন্য ১০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
- সদস্যদের জন্য আয়বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও সরকারের সমবায় বিভাগ এবং কাল্ব ও কাক্কো আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে পরিচালক মন্ডলীর সদস্যগণ, অফিস কর্মী ও সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়।
- সদস্যদের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা হয় যাতে বিপদের সময় একে অন্যকে রক্ত দিয়ে সাহয্য করতে পারে।
- গরীব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বোর্ড পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য ফরম পূরণের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার কোর্স, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কোর্স এবং ধর্মীয় শিক্ষা, মাদক দ্রব্য সমন্ধে সচেতন করা এবং জীবন গঠনের জন্য বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
- নবজাতক শিশুর জন্য ক্রেডিট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একশত টাকা জমা সহ বিনামূল্যে সঞ্চয়ী হিসাব করে দেওয়া হয়।
- জাতীয় সমবায় দিবস, আর্ন্তজাতিক ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবস উদ্যাপন করা হয়। জাতীয় সমবায় দিবসে ক্রেডিট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সিরাজদিখান উপজেলায় অনুষ্ঠিত সমবায় মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারী ও অন্যান্য জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার পালন করা হয়।
- এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

বিগত বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত ও নির্ভুল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ২০১১ সাল থেকে শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর যাবতীয় লেনদেন ও হিসাব প্রস্তুতে কেন্দ্রীয় সমিতি কাল্ব এর নিজস্ব (এটুজেড কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত) সফ্ট ওয়ার ব্যাবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও, সদস্যদের বিভিন্ন নোটিশ ও তথ্য সরবরাহের জন্য এসএমএস সার্ভিস ও ক্রেডিট ইউনিয়নের নিজস্ব ফেইসবুক একাউন্ট রয়েছে।
- অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী ছিল ক্রেডিট ইউনিয়নের জন্য জমি ক্রয় করে অফিস ভবন নির্মাণ করা। সেই লক্ষ্যে ১৯৯১-১৯৯২ অর্থ বছর থেকে বিল্ডিং ফান্ড তৈরী করা হয় এবং ২০১৬ সালে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি বহুল প্রতিক্ষিত জমি ক্রয় করতে সক্ষম হয়। (ক) জমির পরিমান : ৩৮ শতাংশ (খ) দালিলিক মূল্য : ৯৫,০০,০০০ টাকা (গ বহিমূল্য : ১,০৫,৮২,৫০০ টাকা। ইতিমধ্যে বিশেষ সাধারণ সভার অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ভবন নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্যাপন করা হয়।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকি উপলক্ষে ক্রেডিট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে।

কেস স্ট্যাডি

- মিঃ রমেশ গমেজ, সদস্য নং-১৩৫৪, তা : লুইস গমেজ, গ্রাম : বড়শিকারপুর। তিনি ক্রমান্বয়ে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ১৮০ শতাংশ পুকুরে মাছের চাষ, গাভী পালন ও কৃষি কাজ করে আসছেন। পুকুরে মাছ বিক্রয় করে তিনি বছরে প্রায় ২ লক্ষ টাকা লাভ করেন। তার খামারে বর্তমানে ৫টি ফিজিমিয়ান গাভী রয়েছে। এই খামার

থেকে দুধ ও বাছুর বিক্রয় করে তিনি বছরে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা লাভ করেন। কৃষি জমি থেকে শাক সবজি বিক্রয় করে বছরে প্রায় ১ লক্ষ টাকা লাভ করেন। তিনি গরুর গোবর বায়ো গ্যাস তৈরীতে ব্যবহারের পর জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করেন। এতে তার জ্বালানী সাশ্রয় হয় এবং সার ক্রয়ের খরচ কম হয়।

- মিঃ সঞ্জিত পিরীজ, সদস্য নং- ১৭০৫, পিতা : ফ্রান্সিস পিরীজ, গ্রাম : মজিদপুর। তিনি অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে গাভী ক্রয় করে লালন পালন করে। বর্তমানে তার খামারে ছয়টি ফিজিশিয়ান গাভী ও দুইটি বাছুর রয়েছে। তিনি বছরে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার দুধ বিক্রয় করেন। গাভীর বাছুর বিক্রয় করেন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায়। তার এই আয় থেকে তিনি একতলা পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন।
- মিঃ নির্মল রড্রিক্স, সদস্য নং-১৫২৭, পিতা : ডানিয়েল রড্রিক্স, গ্রাম : বড়ইহাজী। তিনি অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের একটি দোকান সফলভাবে পরিচালনা করে আসছেন। বর্তমানে তার দোকানে মজুদ পণ্য সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। দোকান থেকে আয় দিয়ে তার সংসার ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন।
- তুষার ডি : ক্রুশ, সদস্য নং-১৬৯০, পিতা : লরেন্স ডি : ক্রুশ, গ্রাম : শুলপুর। তিনি ক্রমান্বয়ে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ৫ শতাংশ জায়গার উপর পোলট্রি ফার্ম করেছেন। তিনি প্রতি ব্যাচে ১ হাজার মুরগী পালন করে থাকেন। এতে বছরে তিনি প্রায় ৩ লক্ষ টাকা লাভ করে থাকেন।

সফল হওয়ার বর্ণনা

- ১৯৯৬ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলা সমবায় কর্তৃক জেলা পর্যায়ে "শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি" পুরস্কার লাভ করে।
- ১৯৯৯-২০০০ সালে সমিতির সদস্য বৃদ্ধি ও মূলধন বৃদ্ধির জন্য কাল্ব প্রদত্ত ২টি প্রথম পুরস্কার লাভ করে।
- কাল্ব কর্তৃক "শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি" ফাদার ইয়াং ফাউন্ডেশন রৌপ্যপদক- ২০০২ লাভ করে।
- ২০১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সিরাজদিখান থানা কর্তৃক "সর্বোচ্চ সিডিএফ" প্রদানকারী হিসাবে "শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি" পুরস্কার লাভ করে।
- ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে মুন্সিগঞ্জ জেলা সমবায় কর্তৃক জেলা পর্যায়ে "শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি" পুরস্কার লাভ করে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ক্রেডিট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও সরকারের সমবায় বিভাগ এবং কাল্ব ও কাক্কো আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে পরিচালক মন্ডলীর সদস্যগণ, অফিস কর্মী ও সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার কোর্স, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কোর্স এবং গরীব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বোর্ড পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য ফরম পূরণের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পাল পুরোহিতের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ধর্মীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মাদক দ্রব্য সমন্ধে সচতেন করা এবং জীবন গঠনের জন্য বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অভিবাবকদের জন্য বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন খেলাধূলায় শুলপুর রোমান কাথলিক ফুটবল ক্লাবকে আর্থিক সাপোর্ট প্রদান করা হয়। অসুস্থকালীন সময়ে চিকিৎসা সেবামূল্য হিসাবে সদস্যদেরকে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। কোন সদস্য মারা গেলে তার সৎকার কাজের জন্য উক্ত সদস্যের পরিবারে এককালীন ১০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সময় সদস্যদের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়। যাতে বিপদের সময় একজন সদস্য অন্য সদস্যকে রক্ত দিয়ে সাহায্য করতে পারে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মহামারী করোনা ভাইরাস চলাকালে সদস্যগণকে সচেতন করার জন্য মাইকিং ও বাড়ী বাড়ী গিয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিজন সদস্যকে ১,০০০ টাকা করে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সকল সদস্যকে সর্বমোট ১৬,৮৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ভিনসেন্ট প্রদীপ রোজারিও
ব্যবস্থাপক।

প্রত্যাশা হস্তশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম- বোয়ালীপাড়া, পো : শিবালয়, উপজেলা- শিবালয়, জেলা- মানিকগঞ্জ।

সমিতির কার্যক্রম

- সমিতির সদস্যগণ হস্তশিল্প তৈরী করে উপযুক্ত মূল্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।
- সদস্যগণ হাস-মুরগী পালনের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন।
- সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি।
- মহিলা সদস্যদের সেলাই প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা অর্জন।
- সমিতির দরিদ্র সদস্যগণের ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদানের সুযোগ সুষ্টি।

সুবিধা প্রাপ্তির প্রতিফলন

কর্মসংস্থান : সমিতির কর্মসূচি আনুয়ায়ী ১০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।
সমিতির কার্যকরী মূলধন : ৪৫,৯০০ টাকা।
সমিতি কর্তক সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম : সমিতির সহযোগিতায় সেলাই প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বাধীন বাংলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

শরীয়তপুর সদর বাসস্ট্যান্ড, ডাকঘর : শরীয়তপুর- ৮০০০, উপজেলা : শরীয়তপুর সদর, জেলা : শরীয়তপুর।

সঞ্চয়ের লাভ প্রদান

ক) ২০১৬-২০১৭ : ৩,২১,৮৩২ টাকা।
খ) ২০১৭-২০১৮ : ৩,৪৩,১৫০ টাকা।
গ) ২০১৮-২০১৯ : ৬০,০০০ টাকা।

কর্মসংস্থান

ক) মোট কর্মচারীর সংখ্যা : সমিতি ১ জন, ২টি বাসে ড্রাইভার ২ জন, কন্ডাক্টর ২ জন, হেলাপার ২ জন, মোট ৭ জন।
খ) স্ব-কর্মসংস্থান : ৬১ জন।

সমিতির সম্পত্তির বিবরণ

ক) স্থাবর (বিবরণ ও বর্তমান বাজার মূল্য) : ২ বাস/ পরিবহন রয়েছে।

গাড়ী নং ঢাকা জ- ১৪-০০১৯ (স্বাধীন এক্সপ্রেস-০১) এর মূল্য ৬,০০,০০০ টাকা এবং ঢাকা জ ১১-২৫৫০ (স্বাধীন এক্সপ্রেস-২) এর মূল্য ৫,৫০,০০০ টাকা। মোট ক্রয়মূল্য ১১,৫০,০০০ টাকা। অবচয় বাদে বর্তমান মূল্য ৯,৮৩,২৫০ টাকা।
খ) ঋণ খাতে বিনিয়োগ ৩৮,৬৭,৭৭৭ টাকা। আদায় : ১৭,৭০,০৩৪ টাকা। বিনিয়োগের স্থিতি : ২০,৯৭,৭৪৩ টাকা।

বিনিয়োগের ধরন

শরীয়তপুর বাসস্ট্যান্ড এর শ্রমিক/ কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও বাস মালিকগণের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিত করে সমবায়ের মাধ্যমে ২ টি বাস ক্রয় খাতে বিনিয়োগ করা হয় এবং সমিতির সদস্যদের নিকট ঋণখাতে বিনিয়োগ করা হয়।

সেবা প্রদানের তথ্য

যোগাযোগ ও যাতায়াত খাতে সেবা প্রদান। সমিতির বাস ২ টি শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলায় বিভিন্ন সড়কে চলাচল করে। বাস পরিচালানার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ ও সদস্যগণের যোগাযোগ ও যাতায়াত এর সমস্যা সমাধান করা হয়।
পরিবহন সেক্টরে কাজ করা স্বত্ত্বেও সদস্যগণ ও কর্মচারীগণ অধুমপায়ী।

এছাড়াও গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের বিনা ভাড়ায় বাসে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

SAMABAYA ● Special Issue, September 2020 ● Price Tk 10.00 ● Regd No. DA-41

বাংলাদেশের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রযাত্রা...

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B, Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 9140877 I Editor : Md. Saiful Islam